

আল কুরআন
অনন্ত করুণাময় পরম দয়ালু
আল্লাহর নামে আরম্ভ করছি
.....
বরং তারা বলবে, 'তোমরা
আল্লাহওয়ালা হয়ে যাও, যেমন,
তোমরা কিতাব শিখাতে এবং যেমন
তোমরা নিজেরা ও পড়তে।'
সূরা আল ইমরান ৭৯

দৈনিক

কীর্তনখোলা

আত্মপ্রত্যয়ী প্রতিদিন

বরিশাল ২ সোমবার ২০৫ অক্টোবর ২০২৬ ২৩ রবিঃ সানিঃ ১৪৪৮ ২০ আশ্বিন ১৪৩৩ ৯ম বর্ষ ১২১ সংখ্যা ৪ পৃষ্ঠা ৫ টাকা



**প্রতিটি জেলা ও সিটিতে
মাস্টারপ্ল্যান করছে
সরকার: প্রধানমন্ত্রী**
কীর্তনখোলা ডেস্ক
পরিকল্পিত নগরায়নের লক্ষ্যে দেশের
প্রতিটি সিটি করপোরেশন ও জেলায়
মাস্টারপ্ল্যান প্রণয়ন করা হচ্ছে বলে
জানিয়েছেন ২ এর পাতায় দেখুন



**বিচার বিভাগে সরকারের
হস্তক্ষেপের কারণে
আখতারুজ্জামানের জামিন হয়নি**
কীর্তনখোলা ডেস্ক
বিচার বিভাগে সরকারের হস্তক্ষেপের
কারণে মেজর (অব.) আখতারুজ্জামানের
জামিন হয়নি বলে মন্তব্য করেছেন
বাংলাদেশ ২ এর পাতায় দেখুন



**হাসিনা আমলের ব্যাংক
নিয়ন্ত্রণের সুযোগ ফেরত
আনছে বিএনপি: হাসনাত**
কীর্তনখোলা ডেস্ক
মানবতাবিরোধী অপরাধে মৃত্যদণ্ডপ্রাপ্ত
আসামি শেখ হাসিনার আমলে যে
নিয়মগুলো অলিগার্ক পরিবারগুলোর
দীর্ঘমেয়াদি ২ এর পাতায় দেখুন



**আ.লীগের বিরুদ্ধে দণ্ড
কবে শেষ হবে সুনির্দিষ্ট
করে বলা যাচ্ছে না**
কীর্তনখোলা ডেস্ক
রাজনৈতিক দল বা সংগঠন হিসেবে
মানবতাবিরোধী অপরাধের অভিযোগে
আওয়ামী লীগের (কার্যক্রম নিষিদ্ধ)
বিরুদ্ধে ২ এর পাতায় দেখুন

সাবেক পুলিশ সদস্যের স্ত্রীকে কুপিয়ে হত্যা করে লুটপাট

মেহেদী হাসান, কাউখালী
পিরোজপুরের কাউখালীতে জেসমিন বেগম (৫০) নামের এক
গৃহবধূর মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। রবিবার (৪ অক্টোবর)
সকালে উপজেলার শিয়ালকাঠি ইউনিয়নের বান্দাকান্দা গ্রামের
নিজ ঘর থেকে ওই গৃহবধূর
মরদেহ উদ্ধার করা হয়।
মৃত জেসমিন বেগম সাবেক
পুলিশ সদস্য মৃত কেরামত
আলীর স্ত্রী ও আফজাল
হোসেনের মেয়ে। পুলিশ ও
স্থানীয় সূত্রে জানা যায়,
শনিবার দিবাগত রাতে
খাবার খেয়ে ঘরে একা
ঘুমিয়ে ছিলেন জেসমিন
বেগম। নির্জন ও প্রাচীণ
প্রতিবেশী না থাকা ওই
বাড়িতে গভীর রাতে
সহযবদ্ধ দুর্বৃত্তরা পেছনের
দরজা ভেঙে ঘরে প্রবেশ করে। পরে জেসমিনকে হত্যা করে ঘরের
মালামাল লুটে নিয়ে যায় দুর্বৃত্তরা। সকালে স্থানীয় এক কিশোর ওই
বাড়িতে সুপারি পাড়তে এসে জেসমিন বেগমকে ডাকাডাকি করে।



তবে তার কোনো সাড়া-শব্দ না পেয়ে ঘরের পেছনের দিকে গিয়ে
ভেতরে খাটের ওপর জেসমিনের বিবস্ত্র লাশ পড়ে থাকতে দেখে।
এ সময় ঘরের ভেতর সমস্ত মালামাল ছড়ানো-ছিটানো ও
এনোমেসো অবস্থায় ছিল। পরে ওই কিশোর প্রতিবেশীদের খবর
দিলে তারা থানা পুলিশকে
খবর দিলে লাশ উদ্ধার করে
পুলিশ। ঘটনার খবর পেয়ে
পিরোজপুর জেলা পুলিশ
সুপার, সিআইডি'র তদন্ত
দল এবং থানা পুলিশের
উর্ধ্বতন কর্মকর্তারা
ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন।
কাউখালী থানার ওসি মো.
আনোয়ার হোসেন বলেন,
খবর পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে
পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌছে
গৃহবধূর লাশ উদ্ধার করে।
ময়নাতদন্তের জন্য লাশ
পিরোজপুর সদর হাসপাতাল মর্গে
পাঠানো হয়েছে। এ বিষয়ে
আইনগত ব্যবস্থা ও মামলা দায়েরের প্রক্রিয়া চলছে। জড়িতদের
দ্রুত শনাক্ত করে গ্রেপ্তারের চেষ্টা চলছে।

সন্তান ফেরত চান মা বাউফলে মায়ের বুকের দুধের শিশু কেড়ে নেয়ার অভিযোগ

বাউফল প্রতিনিধি
পটুয়াখালীর বাউফলে যৌতুকের
দাবিতে এক গৃহবধূকে মারধর
করে বাড়ি থেকে বের করে
দেওয়ার এবং তার এক বছরের
কম বয়সী শিশুসন্তানকে জোর
করে রেখে দেওয়ার অভিযোগ
উঠেছে স্বামী ও স্বত্তরবাড়ির
লোকজনের বিরুদ্ধে। সন্তানকে
ফিরে পেতে প্রশাসনের হস্তক্ষেপ
কামনা করেছেন ভুক্তভোগী মা।
এ ঘটনায় ভুক্তভোগী সাবিহা
আক্তার সুলতানা (২১) বাউফল
থানায় লিখিত অভিযোগ
দিয়েছেন। একই সঙ্গে রোববার
(৪ অক্টোবর) সকাল ১১টার
দিকে বাউফল বাজার রোডে
বিডি ফেইস ২৪ ডটকম
কার্যালয়ে সংবাদ সম্মেলন করে
তার শিশুসন্তানকে তার কাছে
ফিরিয়ে দেওয়ার দাবি জানান
তিনি। সাবিহা আক্তার
সুলতানার বাবার বাড়ি বাউফল
উপজেলার সুর্মনি ইউনিয়নের
৬ নম্বর ওয়ার্ডের পূর্ব ইন্দ্রকুল
গ্রামে। ২ এর পাতায় দেখুন



জাতীয় স্কুল, মাদরাসা ও কারিগরির শিক্ষার্থীদের গ্রীষ্মকালীন খেলাধুলা ও সাতার প্রতিযোগিতার পুরস্কার
বিতরণ করেন যশোর মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান প্রফেসর ফারুখে আমম মুঃ
আব্দুস ছালাম

বরগুনা-ঝালকাঠি থেকে সহযোগী নিয়ে ঢাকায় সন্ত্রাসী কার্যক্রম চালাতেন পিচ্চি আল-আমিন

কীর্তনখোলা রিপোর্ট
রাজধানীর রামপুরা এলাকার
চিহ্নিত চাঁদাবাজ ও পুলিশের
তালিকাভুক্ত সন্ত্রাসী মো. আল-
আমিন ওরফে পিচ্চি আল-
আমিনের তিন সহযোগীকে
গ্রেফতার করেছে স্পেশাল

রেসপন্স ব্যাটালিয়ন
(এসআরবি)। এ নিয়ে আল-
আমিনসহ তার ছয় সহযোগীকে
গ্রেফতার করা হয়েছে বলে
জানিয়েছে সংস্থাটি। এসআরবি
জানিয়েছে, আল-আমিনের বাড়ি
আটমের ২ এর পাতায় দেখুন



বর্ণাঢ্য আয়োজনে বিসিসি প্রশাসক কাপের উদ্বোধন

কীর্তনখোলা রিপোর্ট
বরিশালে শুরু হয়েছে বিসিসি
(বরিশাল সিটি করপোরেশন)
প্রশাসক কাপ ফুটবল টুর্নামেন্ট।
কবি জীবনানন্দ দাশ আউটার
স্টেডিয়ামে রোববার থেকে
১৪টি ফুটবল দল অংশগ্রহণ

করেছে। রোববার উদ্বোধনী
শের-ই-বাংলা একাদশ ৯-০
গোলে মোগো-২৭-এর বিরুদ্ধে
জয়ী হয়েছে। আগামী ১৭
অক্টোবর ফাইনাল খেলা অনুষ্ঠিত
হওয়ার কথা রয়েছে। রোববার
উদ্বোধনী ২ এর পাতায় দেখুন

অফিস সময়ে হিজলা ইউএনও কার্যালয়ে তালা, নেই কর্মকর্তা-কর্মচারী

হিজলা প্রতিনিধি
সরকারি নিয়ম অনুযায়ী সকাল ৯টা থেকে বিকেল
৪টা পর্যন্ত অফিস খোলা থাকার বিধান থাকলেও তা
মানা হচ্ছে না বরিশালের হিজলা উপজেলা প্রশাসন

বরিশাল জেলা ও বিভাগীয় প্রশাসন। সামাজিক
যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া ভিডিওতে দেখা
যায়, রোববার দুপুর ২টা ১০ মিনিটে হিজলা
উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার কার্যালয়সহ ওই

কার্যালয়ে। দুপুর
২টা ১০ মিনিটে
হিজলা উপজেলা
নির্বাহী কর্মকর্তার
কার্যালয় (ইউএনও) কার্যালয়সহ
বিভিন্ন পত্তরে গিয়ে
খুলন্ত তালা দেখা
গেছে। সেবা
কার্যক্রম বন্ধ থাকায়
সে সময়ে সেখানে
কোনো সেবাগ্রহীতারও
দেখা মেলেনি।
উপজেলা নির্বাহী
কর্মকর্তার কার্যালয়ের
এমন অব্যবস্থাপনার
দৃশ্য সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়লে
সর্বত্র তোলপাড় শুরু হয়। বিষয়টি খতিয়ে দেখে
কর্মকর্তা মো. ইলিয়াস সন্দকার সকালে সরকারি
প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার কথা জানিয়েছে

চতুরের প্রায় সব
কর্মকর্তার কক্ষের
সামনে বড় বড়
তালা খুলছে। এ
সময় কার্যালয়ে
দায়িত্বশীল কোনো
কর্মকর্তা-কর্মচারী
উপস্থিত ছিলেন
না। স্থানীয় সূত্রে
জানা যায়,
নির্ধারিত সময়ের
অনেক আগেই
কর্মকর্তা-কর্মচারীরা
নিজেদের কর্মস্থল
ত্যাগ করে চলে
যান। স্থানীয় সূত্র জানায়, হিজলা উপজেলা নির্বাহী
কর্মকর্তা মো. ইলিয়াস সন্দকার সকালে সরকারি
কাজে বরিশাল জেলা ২ এর পাতায় দেখুন

সম্পাদক থেকে গঠক, সকলের মুক্ত মত..... হ্যালো ৯৯৯

পড়াশোনার নামে সন্তানদের নামিয়ে দেয়া হচ্ছে অসুস্থ প্রতিযোগিতায়

তৌফিক হাসান। নগরীর একটি কিভারগার্টেন স্কুলে পড়াশোনা
করছে মাত্র দ্বিতীয় শ্রেণিতে। ফজরের নামাজ পড়ে মন্তব্যে যায়
আরবি পড়তে। এরপর সকাল ৭ টা থেকে ৯ টা পর্যন্ত প্রাইভেট
পড়তে চলে যায় স্কুলে। ৩ টায় স্কুল থেকে ফিরে ৪ টা থেকে ৬ টা
সরকারি স্কুলে ক্লাস থ্রিতে এডমিশনের জন্য কোচিং। সন্ধ্যায় আবার
বাসায় আসেন অন্য প্রাইভেট টিউটর। কোচিং এর পড়াশোনার
চাপ, স্কুলের পড়াশোনার চাপ ছোট্ট এই বাচ্চাটির শৈশব কেড়ে
নিয়চ্ছে। মাত্র ২য় শ্রেণিতে পড়ুয়া একটা শিশুর যদি এই পরিমান
চাপ নিতে হয় তবে আরেকটি বড় হলে কী হবে তা অস্বাভাবিক ভালো
জানেন। আমি যেহেতু এ শহরে টিউশনি করে বেড়াই, সেক্ষেত্রে
সরকারি-বেসরকারি-কিভারগার্টেন সব ধরনের স্টুডেন্টকেই পড়াই।
বেশিরভাগ কিভারগার্টেন স্কুলগুলো পড়াশোনার নামে কোমলমতি
শিশুদের উপর চাপিয়ে দিচ্ছে কাড়িকাড়ি বই। তার সঙ্গে লেগে
থাকে একটার পর একটা পরীক্ষা। এসব স্কুলের বাচ্চারা বুকে
পড়াশোনা করার চেয়ে মুখস্থ বিন্দ্যায়ই বেশি পারদর্শী। কিছু করার
নেই অভিভাবকদের দরকার ২ এর পাতায় দেখুন



বরিশাল কোতোয়ালি থানার নতুন দায়িত্বে মনিরুল, আল মামুন বদলি

কীর্তনখোলা রিপোর্ট
বরিশাল মেট্রোপলিটন পুলিশের (বিএমপি) গুরুত্বপূর্ণ কোতোয়ালি
মডেল থানায় নেতৃত্বে পরিবর্তন এসেছে। থানাটির বর্তমান অফিসার
ইনচার্জ (ওসি) আল মামুন উল ইসলামকে গোয়েন্দা শাখায় (ডিবি)
বদলি করা হয়েছে। তার স্থলে পুলিশ কমিশনারের কার্যালয়ে কর্মরত
পুলিশ পরিদর্শক (নিরস্ত্র) মো. মনিরুল ইসলামকে নতুন ওসি হিসেবে
পদায়ন করা হয়েছে। রোববার (৪ অক্টোবর) বরিশাল মেট্রোপলিটন
পুলিশ কমিশনার আবু রায়হান মুহাম্মদ সালেহ শাকুরিত এক অফিস
আদেশে এ বদলি ও পদায়নের তথ্য জানানো হয়। বিএমপি
হেডকোয়ার্টার্সের মারক নং-বিএমপি/স্টেনো-
১/ইস/বদলি/২০২৬/১০৫৮-এর অফিস আদেশে বলা হয়েছে,
জনস্বার্থে বিএমপিতে কর্মরত দুই পুলিশ পরিদর্শককে তাদের নামের
পাশে উল্লেখিত পদ ও ইউনিটে বদলি/পদায়ন করা হয়েছে। আদেশ
অনুযায়ী, কোতোয়ালি মডেল থানার ওসি আল মামুন উল ইসলামকে
গোয়েন্দা শাখায় বদলি করা হয়েছে। তার বিপি নম্বর
৭৪০১০৮৫৩০০। অন্যদিকে পুলিশ ২ এর পাতায় দেখুন

দৈনিক

কীর্তনখোলা

আত্মপ্রত্যয়ী প্রতিদিন

প্রতিনিধি আবশ্যিক

দৈনিক কীর্তনখোলা পত্রিকার জন্য ঝালকাঠি জেলা: নলছিটি, রাজাপুর, পটুয়াখালী জেলা: পটুয়াখালী, জোলা জেলা: তজুমদ্দিন, লালমোহন, মনপুরা, পিরোজপুর জেলা: নাঙ্গিরাপুর, নেছারাবাদ ও বরিশাল জেলা: উজিরপুর ও বারুগঞ্জ প্রতিনিধি আবশ্যিক। প্রার্থীকে অবশ্যই কমপক্ষে এইচএসসি পাস হতে হবে। আত্মপ্রার্থী পত্রিকার ইমেইলে জীবনবৃত্তান্তসহ আবেদন করুন।
-মফস্বল সম্পাদক
০১৩০৪১৬৮৪১৯

সম্পাদকীয় প্রধানমন্ত্রীর কঠোর বার্তা

ক্ষমতাসীন দলের নেতাকর্মীরা অন্যা্য করে পার পেয়ে যান–দেশের মানুষ বহুকাল থেকে এমনটিই দেখে আসছে। ঠিক এই জায়গায় প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান বিরল উদাহরণ সৃষ্টি করেছেন। মিরপুরে রাড্ডা এমসিএইচ-এরূপি সেন্টারে হামলা, ভাঙচুর ও লুটপাটের ঘটনায় জড়িত থাকার অভিযোগে বিএনপির সরেক্ষিত নারী আসনের সংসদ সদস্য ফেরদৌসী আহমেদ মিঠিকে পদত্যাগের নির্দেশ দিয়েছেন। গত বৃহস্পতিবার তাঁর সেই নির্দেশ কার্যকর ও হয়েছে। জাতীয় সংসদের শিকার হাফিজ উদ্দিন আহমদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে পদত্যাগপত্র জমা দিয়েছেন মিঠি। দলীয় এমপির বিরুদ্ধে এমন কঠোর অবস্থান দলের সর্বস্তরের নেতাদের জন্যও বিশেষ বার্তা বলে মনে করা হচ্ছে, যা একটি রাজনৈতিক দলে শৃঙ্খলা ফেরাতে অপরিহার্য। রাড্ডা স্বাস্থ্যকেন্দ্রে হামলার ঘটনা ঘটে ২৪ সেপ্টেম্বর মধ্যরাত্রে। সেই সময় প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান জাতিসংঘে সাধারণ পরিষদের অধিবেশনে যোগ দিতে যুক্তরাষ্ট্রে অবস্থান করছিলেন। জাতিসংঘে বিশ্বমঞ্চে দাঁড়িয়ে তিনি সম্মাননাময় বাংলাদেশের কথা ভুলে ধরেন। অথচ সেখান থেকে ফিরে এসেই তাকে রাড্ডাভাঙাে বিএনপি নেতাকর্মীদের জড়িত থাকার অভিযোগের কথা বলতে হয়। খবরে বলা হয়, শুরু থেকেই প্রধানমন্ত্রী এ ব্যাপারে অনমনসী ছিলেন। যুক্তরাষ্ট্র থেকে দেশে ফিরেই প্রধানমন্ত্রী রাড্ডা স্বাস্থ্যকেন্দ্রে হামলাসহ অন্যান্য ঘটনার তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহের নির্দেশ দেন। রাড্ডার ঘটনায় কী ব্যবস্থা নেওয়া যায়, তা নিয়ে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়সহ দায়িত্বশীল ব্যক্তিদের সঙ্গেও কথা বলেন। এমন প্রেক্ষাপটে প্রধানমন্ত্রীর অতিরিক্ত প্রেস সচিব আতিকুর রহমান রুহান জানান, ফেরদৌসী আহমেদ মিঠিকে পদত্যাগের নির্দেশ দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী। এ ঘটনায় সাতক্ষীরা-৪ আসনের সংসদ সদস্য গাজী নজরুল ইসলামকে জামায়াত থেকে বহিষ্কারের ঘটনাও আলোচনায় এসেছে। দ্বিতীয় জ্বী মরিয়ম আজকের আড়াহুতার প্রচারণার মামলায় জামায়াত গাজী নজরুল ইসলামকে দল থেকে বহিষ্কার করলেও পদত্যাগের নির্দেশ দেয়নি। এতে তাঁর সংসদ সদস্য পদও শূন্য হয়নি। এ প্রসঙ্গে এ্যাটর্নি জেনারেল মো. কহুল কুদ্দুস কাজল বলেন, ‘জামায়াত না পারলেও প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান পেরেছেন। এখানে মেসেজ একদম স্প্লার।’ রাজনৈতিক বিরোধেরাও বলছেন, দলীয় কোনো এমপির বিরুদ্ধে অভিযোগ ওঠার পর এত দ্রুত পদত্যাগের নির্দেশ দেওয়ার ঘটনা অতীতে বিরল। রাড্ডাকাণ্ডে মিঠি ছাড়াও বিএনপির আরো কয়েকজন নেতাকর্মীর নাম এসেছে। তাঁদের মধ্যে অনেকের রাজনৈতিক পদ থেকে বহিষ্কার করা হয়েছে। অভিযোগ রয়েছে, মিঠির ঘনিষ্ঠ হিসেবে অনেকেরই এলাকায় নানা অপকর্মে জড়িত। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সালাহউদ্দিন আহমদ বলেনে, তদন্তে দোষ প্রমাণিত হলেই আইনানুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়া হবে। তবে ওয়াকিফহাল মহলা মনে করেন, রাড্ডাকাণ্ডে কঠোরতা দেখানোর পাশাপাশি আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি উন্নয়নে আরো জোরালো ভূমিকা নেওয়া প্রয়োজন। এর আগে অন্তর্বর্তী সরকারের আমলে আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি মারাত্মক অবনতি দেখা গেছে। বর্তমান সরকার ক্ষমতা গ্রহণের পর সার্বিক পরিস্থিতি নিয়ে স্বাঞ্ছি পুরোপুরি কার্টেনি। বিভিন্ন স্থানে ক্ষমতাসীন দলের নেতাকর্মীদের বিরুদ্ধে নানা অভিযোগ আসছে। কাজেই রাজনৈতিক পরিচয় যেন কোনো অপকর্মের ঢাল না হয়, তা সরকারকে নিশ্চিত করতে হবে।

অফিস সময়ে হিজলা ইউএনও

শহরের একটি সভায় অংশ নিতে যান। এই কারণে তার কার্যালয়টি বন্ধ ছিল। তবে তার অনুপস্থিতিতে উপজেলা প্রশাসনের অন্যান্য কর্মকর্তার অধিকাংশই কর্মস্থলে আসেননি; যারা এসেছিলেন, তারাও নির্ধারিত সময়ের অনেক আগেই অফিস বন্ধ করে চলে যান। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক স্থানীয় এক বাসিন্দা জানান, হিজলার প্রায় প্রতিটি সরকারি দপ্তরে কর্মকর্তা-কর্মচারীরা যথাসময়ে আসেন না এবং নিয়ম ভেঙে আগেই অফিস বন্ধ করে চলে যান। এদিকে হিজলা উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মো. ইলিয়াস সিকদারের সরকারি নম্বরে একাধিকবার ফল করা হলেও তিনি সাড়া দেননি। ফলে কর্মক্ষতার মধ্যে তার কার্যালয় তালাবদ্ধ থাকার বিষয়ে তার বক্তব্য পাওয়া যায়নি। তবে অফিস সূত্র জানিয়েছে, বরিশাল জেলা প্রশাসক কার্যালয়ের একটি মিটিংয়ে অংশ নিতে তিনি জেলা সদরে এসেছিলেন। এ বিষয়ে বরিশাল জেলা প্রশাসক খাইরুল আলম সুমন বলেন, “ বিষয়টি খোঁজখবর নিয়ে সত্যতা পাওয়া গেলে সংশ্লিষ্টদের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে।” অন্যদিকে বরিশাল বিভাগীয় কমিশনার মো. খলিল আহমেদ জানান, অফিস চলাকালীন সময়ে হিজলা উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার কার্যালয় কেন তালাবদ্ধ ছিল, সে বিষয়ে খোঁজখবর নেওয়া হচ্ছে। কোনো অনিয়ম প্রমাণিত হলে সংশ্লিষ্টদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

গণতন্ত্র একটি সংস্কৃতি যা নিয়মিত

ইসলাম আলমগীরকে রাষ্ট্রপতি হিসেবে নির্বাচিত হওয়ার অভিশপ্তন জানান এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের সার্বিক একাডেমিক কার্যক্রমে সম্পর্কে রাষ্ট্রপতিকে অবহিত করেন। উপাচার্য আমর ৫৪তম সমারভত অনুষ্ঠানে আচার্য (চ্যান্সেলর) হিসেবে উপস্থিত থাকার জন্য রাষ্ট্রপতিকে অনুষ্ঠানকে আমন্ত্রণ জানান। রাষ্ট্রপতি আমন্ত্রণ গ্রহণ করেন এবং অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকার আশ্বাস দেন। সাক্ষাৎকালে রাষ্ট্রপতির সামরিক সচিব, সচিব ও প্রেস সচিব এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপ-উপাচার্য ও কোষাধ্যক্ষ উপস্থিত ছিলেন। রাষ্ট্রপতির প্রেস উইং থেকে এ তথ্য জানানো হয়েছে।

বর্ণাঢ্য আয়োজনে বিসিসি

ম্যাচ গুন্ডর আগে বিরুলে ৩টায় টর্নামেন্টের উদ্বোধন করেন বরিশালের বিভাগীয় কমিশনার মো. খলিলুর রহমান। এতে প্রধান অতিথি ছিলেন বিসিসি প্রশাসক বিলকিস আক্তার জাহান শিরিন এবং বিশেষ অতিথি ছিলেন মেট্রোপলিটন পুলিশ কমিশনার আবু রায়হান মুহাম্মদ সালেহ ও জেলা প্রশাসক মো. মামুন শন্দকার। বিসিসিভি ভারপ্রাপ্ত প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা রুপসা সিকদারের সভাপতিত্বে এতে সত্রকারি ব্রজহোমন কলেজের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ অধ্যাপক কাজী জাবের আহমেদ ও সরকারি বরিশাল কলেজের অধ্যক্ষ অধ্যাপক মো. মহিউদ্দিনসহ বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের প্রধান, প্রশাসনের দীর্ঘ কর্মকর্তা ও রাজনৈতিক নেতাকর্মীরা বর্ণাঢ্য উদ্বোধনী অনুষ্ঠান উপভোগ করেন।

আ.লীগের বিরুদ্ধে তদন্ত কবে

তদন্ত চলছে। তবে সেই তদন্ত কবে, কখন শেষ হবে-এ মুহূর্তে তা সুনির্দিষ্ট করে বলা যাচ্ছে না বলে জানিয়েছেন আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের প্রসিকিউটর গাজী এম এউচ তামিম। রোববার (৪ অক্টোবর) দুপুরে ট্রাইব্যুনাল প্রাপ্তগে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে তিনি এ কথা বলেন। গাজী এম এউচ তামিম বলেন, সংগঠন হিসেবে আওয়ামী লীগের বিরুদ্ধে মানবাতিবিরোধী অপরাধের অভিযোগের বিষয়টি তদন্ত সংস্থার এখতিয়ারে। তদন্ত শেষে অভিযোগের প্রাথমিক সত্যতা পাওয়া গেলে পরবর্তী আইনগত পদক্ষেপ নেওয়ার সুযোগ রয়েছে। এর আগে, গত ৫ জুলাই চিফ প্রসিকিউটর মো. আওয়ামী ইসলাম জানিয়েছিলেন, রাজনৈতিক দল হিসেবে আওয়ামী লীগের বিরুদ্ধে মানবাতিবিরোধী অপরাধের অভিযোগের তদন্ত চলছে। তদন্ত শেষে প্রাথমিক অভিযোগের সত্যতা পাওয়া গেলে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে। আওয়ামী লীগের বিরুদ্ধে দল হিসেবে বিচারের দাবি এবং তদন্তের বিষয়টি নিয়ে এরই মধ্যে রাজনৈতিক ও আইনাক্ষনে আন্দোলনা চলছে। ফলে সংগঠন হিসেবে দলটির বিরুদ্ধে তদন্ত ও সম্ভাব্য বিচারপ্রক্রিয়া নিয়ে এখন ন্যাচারল আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের তদন্ত সংস্থার পরবর্তী পদক্ষেপের দিকে।

হাসিনা আমলের ব্যাংক নিয়ন্ত্রণের

ব্যাংক নিয়ন্ত্রণের সুযোগ বাড়িয়েছিল, বিএনপি আবার সেগুলো ফেরত আনছে বলে মন্তব্য করেছেন এনসিপি নেতা ও কুমিল্লা-৪ আসনের সংসদ সদস্য (এমপি) হাসনাত আবদুল্লাহ। রোববার (৪ অক্টোবর) নিজের ভেরিফায়েড ফেসবুক আইডিতে দেওয়া এক পোস্টে হাসনাত এসব কথা লেখেন। পোস্টে হাসনাত লেখেন, ব্যাংকে সংস্কার আটকে দিচ্ছে সরকার, থাকবে অলিগার্কের পরিবারের প্রভাব। ব্যাংকগুলোকে পারিবারিক ব্যাংক বানানো বন্ধ করতে একসময় নিয়ম ছিল এক পরিবার থেকে সর্বোচ্চ দুজন ব্যাংকের পরিচালক হতে পারতেন। একজন পরিচালক টানা ছয় বছরের বেশি থাকতে পারতেন না। এরপর হাসিনার আমলে, হাসিনার প্রতি লয়াল অলিগার্কদের ব্যাংক দখলের সুযোগ দিতে আইন পরিবর্তন করা হয়। ২০১৮ সালে পরিচালকের মেয়াদ ৯ বছর করা হয় এবং এক পরিবারের চারজনকে পর্ষদে থাকার সুযোগ দেওয়া হয়। সে সময় অর্থনীতিবিদ আহসান এইচ মনসুর এটির ব্যাপক সমালোচনা করেছিলেন উল্লেখ করে হাসনাত লেখেন, ছাত্র-জনতার বিপ্বে হাসিনা পালিয়ে যাওয়ার পরে আহসান মনসুরকে বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর করা হয়। তার অধীনে সংস্কারের উদ্যোগে আগের মতো এক পরিবারের সর্বোচ্চ দুজন এবং সর্বোচ্চ টানা ছয় বছর মেয়াদের প্রস্তাব দেওয়া হয়। এছাড়া পর্ষদের অন্তত ৫০ শতাংশ স্বাধীন পরিালক হবেন এমন প্রস্তাবও করা হয়। এছাড়া পরিচালকের স্বার্থসংঘর্ষি প্রতিষ্ঠানের খেলাপি ঋণের বিষয়টিও পরিচালকের দায়িত্ব হবে। কুমিল্লা-৪ আসনের এমপি লেখেন, এরপরে বিএনপি ক্ষমতায় এসে আহসান মনসুরকে মব করে বাংলাদেশ ব্যাংক থেকে বের করে দেওয়া হয়। তার জায়গায় বাংলাদেশের ইতিহাসে প্রথমবারের মতো একজন ব্যবসায়ীকে গভর্নর হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হয়। অবশ্য তার আরেকটি যোগ্যতা হলো তিনি বিএনপি নির্বাচন পরিচালনা কমিটির সদস্য ছিলেন। অন্যদিকে অর্থমন্ত্রী হয়েছেন আরেক ধনীতা ব্যবসায়ী আমির খসরু। পোস্টে তিনি আরও লেখেন, এখন অর্থ মন্ত্রণালয় বাংলাদেশের ব্যাংকের প্রভাব নাচত করে এক পরিবারের সদস্য তিনজনকেই ব্যাংকের পরিচালক হতে দিতে চায়। মেয়াদ হবে ছয় বছর না, ৯ বছর। পরিচালকের প্রতিষ্ঠানের খেলাপি ঋণের বিষয়টাও বাদ। এমনকি খেলাপি ঋণের কারণে পরিচালক পদ হারানোর পর আবার পর্ষদের অস্কার অপরূপ সময় ১ বছর থেকে ৬ মাসে নামানো হবে। এনসিপির এই নেতা লেখেন, হাসিনা আমলে যে নিয়মগুলো অলিগার্ক পরিবারগুলোর দীর্ঘমেয়াদি ব্যাংক নিয়ন্ত্রণের সুযোগ বাড়িয়েছিল, সেটাি আবার ফেরত আনছে বিএনপি। মাঝদান থেকে আহসান মনসুর ও অন্তর্বর্তী সরকারের চেষ্টা মেল জমে। শেষে তিনি লেখেন, ব্যাংক জনগণেরে আমানতের ঢাকা নিয়ে চলে। এটা কোনো পরিবারের জমিদারি নয়। কিন্তু সংস্কার বাস্তব করে বিএনপি চাচ্ছে ব্যাংকের জমিদারিগুলো আওয়ামী অলিগার্ক পরিবারের বদলে পাবে বিএনপির অলিগার্ক পরিবার, অথবা নব্য বিএনপি অলিগার্ক পরিবার।

বিচার বিভাগে সরকারের

জামায়াতে ইসলামীর সেক্রেটারি জেনারেল ও সাবেক এমপি মিয়া গোলাম পরওয়ার। রোববার (৪ অক্টোবর) বিরেল ৫টায় মধ্যবাজারের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে বীর মুক্তিযোদ্ধা মেজর (অব.) আখতারুজ্জামানকে মিয়্যা মামলায় কারাগারে পাঠানোর প্রতিবাদে প্রেস ব্রিফিংএ এসব কথা বলেন তিনি। মিয়া গোলাম পরওয়ার বলেন, বিমান বন্দরে অব্যবস্থাপনার বিরুদ্ধে কথা বলায় বীর মুক্তিযোদ্ধা মেজর (বব.) আখতারুজ্জামানকে গ্রেপ্তারের ঘটনা সাধারণ কোনো বিষয় নয়। সরকারের নীতিনির্ধারণী জায়গা থেকে নির্দেশনা ছাড়া এটি ঘটতে পারে না। আখতারুজ্জামান জামায়াতে যোগ দেওয়ার আকেশ্ব থেকে তাকে গ্রেফতার করা হয়েছে। বিমান বন্দরে অব্যবস্থাপনার বিষয়ে তিনি বলেন, বিমান বন্দরে ট্রলি পাওয়া যায় না। লাগেজ পেতে কয়েক ঘণ্টা দেরি হয়। জনাব আখতারুজ্জামান অনিয়মের বিষয়ে কর্তৃপক্ষকে জিজ্ঞাসাবাদ করেছেন। এজন্য তার বিরুদ্ধে পরে মামলা দেওয়া হয়েছে এবং গ্রেফতার করা হয়েছে। গোলাম পরওয়ার বলেন, বিমানবন্দরের ঘটনাকে উপলক্ষ্য করে রাজনৈতিক কারণে তাকে গ্রেফতার করা হয়েছে। আখতারুজ্জামানের বিরুদ্ধে দেওয়া জামিনযোগ্য মামলায় আদালতে তার জামিন নালশ্বর করা হয়েছে। তিনি আরও বলেন, সরকারের মন্ত্রী মধ্যরাত্রে বিমানবন্দরে গিয়ে জাতির সামনে সেদিনের ঘটনা নিয়ে অসত্য কথা বলে শপথ ভঙ্গ করেছেন। মন্ত্রী সত্ব হলে অব্যবস্থাপনার জন্য দায়িত্বপ্রাপ্তদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতেন, তাদের প্রত্যাখার করতেন এবং মামলা দিতেন; কিন্তু মন্ত্রী তা করেননি। রং অব্যবস্থাপনার জন্য দুঃখ প্রকাশ করা কর্মকর্তার দ্বারা আখতারুজ্জামানের বিরুদ্ধে মামলা করতে বাধ্য করা হয়েছে। আখতারুজ্জামান সমাজে একজন সমাননীয় ব্যক্তি। অথচ তাকে হাতকড়া, হেলমেটে ও জ্যাকেট পড়িয়ে আদালতে আনা হয়েছে। আমরা এর তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানাই। তিনি বলেন, আখতারুজ্জামানকে ডিভিশন দেওয়া হয়নি। তিনি যে সাবেক সংসদ সদস্য ও বীর মুক্তিযোদ্ধা সে গেজেট আমরা আদালতে উপস্থাপন করেছি। তবুও তাকে ডিভিশন দেওয়া হয়নি। ৭৫ বছর বয়সী আখতারুজ্জামান অসুস্থ, কিন্তু তার চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়নি। আমরা অবিলম্বে তার ডিভিশনের আদেশ কারাণারে পাঠানোর দাবি জানাছি। বিচারকরা ভয় পাচ্ছেন তাকে ডিভিশন দিলে তার কি না হয়, এর পেছনে রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ রয়েছে। আমরা এর তীব্র নিন্দা জানাই। মামলা পরণওয়ার বলেন, আদালতে বিএনপি আইনজীবীরা সব সৃষ্টি করেছে। আখতারুজ্জামানের আইনজীবীদের উপর হামলা চালিয়েছে, আমাদের নেতাকর্মী ও আখতারুজ্জামানের আত্মীয়স্বজন যারা তাকে দেখতে গিয়েছিলেন, তাদের উপর হামলা করেছে। আমরা বিচার জানাই আওয়ামী ফ্যাসিবাদী যুগে আদালতে যে দৃশ্য করা হতো, যে ঘটনা ঘটানো হতো, আমরা তারই পুরাবৃত্তি দেখতে পাছি। আচারণের দিক থেকে কর্তৃত্ববাদী আওয়ামী ফ্যাসিবাদ আর এখনকার বিএনপির নেতাকর্মীদের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। তিনি বলেন, মেজর (অব.) আখতারুজ্জামানকে গ্রেপ্তারের প্রতিবাদ সারা দেশে হচ্ছে। প্রবাসী রেমিট্যান্স যোদ্ধারা দারুণভাবে ক্ষুব্ধ হচ্ছে, প্রতিক্রিয়া বাজ করছে। তাকে ফাঁকি না দিলে রেমিট্যান্স শাটডাউনের ঘোষণা দেবে বলেও হুমকি দিয়েছেন তারা। এসব বিবেচনায় নিয়ে আখতারুজ্জামানকে অবিলম্বে নিশ্শর্ত মুক্তি দেওয়ার আহ্বান জানান গোলাম পরওয়ার।

প্রতিটি জেলা ও সিটিতে

প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান। প্রধানমন্ত্রী বলেন, নিরাপদ, অন্তর্ভুক্তিমূলক, জলবায়ু-সহনশীল ও টেকসই নগর গড়ে তোলার প্রচেষ্টাি সবার জন্য পর্যাপ্ত, নিরাপদ ও সাশ্রয়ী আবাসন নিশ্চিত করতে সরকার এ উদ্যোগ নিয়েছে। আগামীকাল সোমবার ‘বিশ্ব বসতি দিবস ২০২৬’ উপলক্ষে আজ দেওয়া এক বাণীতে প্রধানমন্ত্রী এসব কথা বলেন। প্রধানমন্ত্রী বলেন, দ্রুত নগরায়ন, জনসংখ্যা বৃদ্ধি এবং ক্রমবর্ধমান আবাসন চাহিদার প্রেক্ষাপটে সবার জন্য পর্যাপ্ত আবাসন নিশ্চিত করা অত্যন্ত সময়েপার্যোগী। রাজধানী ঢাকাসহ দেশের বিভিন্ন শহর ও নগর দ্রুত সম্প্রসারিত হলেও অপরিকল্পিত নগরায়ন, যাজ্জট, দুর্গাণ, অপরাধ্ত নাগরিক সেবা, আবাসন সংকট ও জলবায়ুজনিত অভিবাসনের মতো নানা চ্যালেঞ্জ তৈরি হচ্ছে। এসব চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় আবাসন, নগর পরিকল্পনা, নাগরিক সেবা, পরিবেশ সুরক্ষা ও জলবায়ু সহনশীলগত সমন্বিত করে দীর্ঘমেয়াদি নীতি বাস্তবায়ন করা হচ্ছে বলে জানান তিনি। তারেক রহমান বলেন, বিশেষ করে নিম্ন আয়ের মানুষ ও বস্তিবাসীদের আবাসন নিশ্চিতকরণ এবং

সুষম নগর উন্নয়নকে বিশেষ অগ্রাধিকার দেওয়া হচ্ছে। বস্তিবাসীদের দীর্ঘদিনের আবাসনের মালিকানা অর্জনের সুযোগ সৃষ্টি এবং সমন্বিত পানি ও বর্জ্য ব্যবস্থাপনা গড়ে তোলার প্রতিশ্রুতিও সরকারের নির্বাচনী ইশতেহারে রয়েছে। ‘সবার জন্য বাসস্থান’ বলতে শুধু একটি ঘরের নিশ্চয়তা নয়, বরং নিরাপদ পানি, স্যানিটেশন, পরিচ্ছন্ন পরিবেশ ও প্রয়োজনীয় নাগরিক সেবার সমন্বিত নিশ্চয়তাকে বোঝানো হচ্ছে বলেও উল্লেখ করেন প্রধানমন্ত্রী। তারেক রহমান বলেন, সিলেট, ময়মনসিংহ, বরিশাল, কুমিল্লা, রংপুর ও নারায়ণগঞ্জ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ গঠনের মাধ্যমে পরিকল্পিত ও

সুষম নগর উন্নয়নের প্রাতিষ্ঠানিক ভিত্তি আরও শক্তিশালী করা হচ্ছে। এসব উদ্যোগ নিরাপদ, অন্তর্ভুক্তিমূলক, জলবায়ু-সহনশীল ও টেকসই নগর গড়ে তুলতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। প্রধানমন্ত্রী বলেন, টেকসই আবাসন ও নগরায়ন নিশ্চিত করা শুধু সরকারের একার দায়িত্ব নয়। এ ক্ষেত্রে বেসরকারি বিনিয়োগকারী, স্থানীয় জনগোষ্ঠী, এনজিও, সামাজিক সংগঠন, গবেষণা প্রতিষ্ঠান ও আন্তর্জাতিক অংশীদারদের সমন্বিত অংশগ্রহণ প্রয়োজন। প্রধানমন্ত্রী বলেন, বর্তমান সরকার এমন একটি বাংলাদেশে গড়ে তুলতে চায়, যেখানে নগর ও গ্রাম নির্বিশেষে প্রত্যেক মানুষ নিরাপদ ও সাশ্রয়ী আবাসন, প্রয়োজনীয় নাগরিক সেবা এবং সুস্থ, পরিচ্ছন্ন ও মর্যাদাপূর্ণ পরিবেশে বসবাসের সুযোগ পাবে। পরিকল্পিত ও সুষম উন্নয়নের মাধ্যমে একটি মানবিক, বাসযোগ্য ও টেকসই বাংলাদেশ গড়ে তোলাই সরকারের লক্ষ্য উল্লেখ করে তিনি বিশ্ব বসতি দিবস-২০২৬-এর সার্বিক সাফল্য কামনা করেন।

বরিশাল কোতোয়ালি থানার নতুন

কমিশনারের কার্যালয়ে কর্মরত পুলিশ পরিদর্শক (নিরস্ত্র) মো. মনিরুল ইসলামকে কোতোয়ালি মডেল থানার অফিসার ইনচার্জ হিসেবে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। তার বিপি নম্বর ৮১০৬১১০২৭। অফিস আদেশে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে,বলি ও পদায়নের এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে। এদিকে, কোতোয়ালি মডেল থানা বরিশাল নগর পুলিশের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ থানা হওয়ায় নতুন ওসি হিসেবে মনিরুল ইসলামের দায়িত্ব গ্রহণের বিষয়টি বিশেষ গুরুত্ব বহন করছে। তবে অফিস আদেশে বলি-পদায়নের কারণ হিসেবে জনস্বার্থের কথা উল্লেখ করা হলেও এর বাইরে কোনো কারণ উল্লেখ করা হয়নি। রিএমপি সূত্রে জারি করা আদেশের অনুলিপি সংশ্লিষ্ট উর্ধ্বতন কর্মকর্তা ও বিভিন্ন ইউনিটে পাঠানো হয়েছে। সংশ্লিষ্টদের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশও দেওয়া হয়েছে।

পুকুরে মিললো প্রতিবন্ধী

তিনি কয়েকবার পানিতে পড়ে গিয়েছিলেন। এটি একটি দুর্ঘটনা। এ ঘটনায় কারও বিরুদ্ধে তাদের কোনো অভিযোগ নেই। এ বিষয়ে দৌলতখান থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) ফখরুল ইসলাম জানান, মরহেদ উদ্ধার করা হয়েছে। পরিবারের কোনো অভিযোগ না থাকলে অপমৃত্যু মামলা করে মরহেদ পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হবে।

পড়াশোনার নামে সন্তানদের নামিয়ে

১০০ তে ১০০ নম্বর। এখানকার অনেক বাচ্চারা বই রিডিং পড়তেও পারেনা অথচ পরীক্ষার সর্বোচ্চ নম্বর পায়। ফার্স্ট সেকেন্ড হয়।এর উপরে আদে শীটের দৌড়াছ। আর এই অসুস্থ প্রতিযোগিতায় আমরাদের কোমলমতি শিশুরা হারিয়ে ফেলেছে নিজেদের শৈশবের আনন্দ। পড়াশোনার এই ভুন্ন পরিবেশে অনেক অভিভাবকই ক্ষুব্ধ।

সারাদেশে হাসপাতালে শৃঙ্খলা

স্থানীয় প্রশাসনের সঙ্গে সমন্বয়ের মাধ্যমে টিকাদান কর্মসূচি, অসংক্রামক রোগ প্রতিরোধ ও জনসচেতনতামূলক কার্যক্রমের অগ্রগতিও পর্যালোচনা করবেন তারা। দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের মাড় ও শিশুস্বরা কমানো, প্রবীণদের স্বাস্থ্যসেবা, পুষ্টি কার্যক্রমসহ জনস্বাস্থ্যসংশ্লিষ্ট বিভিন্ন কর্মসূচিতে সহায়তা করতে বলা হয়েছে। একইসঙ্গে স্বাস্থ্যসেবার মান বাড়াতে উদ্ভাবনী ও কার্যকর উদ্যোগ নিতে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলোকে উৎসাহিত করবেন তারা। নির্দেশনা অনুযায়ী, প্রত্যেক কর্মকর্তাকে প্রতি মাসে কমপক্ষে একটি জেলা, উপজেলা বা হাসপাতাল পরিদর্শন করতে হবে। পরিদর্শনের সময় সংশ্লিষ্টদের সঙ্গে আলোচনা করে পাওয়া সমস্যা, পর্যবেক্ষণ ও সুপারিশ উল্লেখ করে প্রতি মাসের ৭ তারিখের মধ্যে নির্ধারিত শাখায় প্রতিবেদন জমা দিতে হবে।

বরগুনা-ঝালকাঠি থেকে সহযোগী নিয়ে ঢাকায়

সংবাদ সম্মেলনে এসব তথ্য জানান এসআরবি-৩ এর অধিনায়ক লেফটেন্যান্ট কর্নেল ফায়েজুল আরেফীন। আল-আমিন কোনো গ্যারয়ের প্রধান কি না? এমন প্রশ্নের জবাবে লেফটেন্যান্ট কর্নেল ফায়েজুল আরেফীন বলেন, আল-আমিনের বাড়ি ঝালকাঠিতে। তার পাঁচ সহযোগীর মধ্যে চারজনের বাড়ি একই জেলায় এবং একজনের বাড়ি বরগুনায়। তাদের বিষয়ে তথ্য বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে, আল-আমিন তার সমমনা বা যাদের তিনি নিজের কাজের উপযোগী মনে করতেন, তাদের ঢাকায় এনে অপরামূলক কর্মকাণ্ড পরিচালনা করতেন। আল-আমিনের কোনো রাজনৈতিক পরিচয় রয়েছে কি না? জানতে চাইলে এসআরবি-৩ এর অধিনায়ক বলেন, ২০১১ সাল থেকে বিভিন্ন সরকারের আমলে আল-আমিনের বিরুদ্ধে মামলা পাওয়া গেছে। তার ভাষা, আল-আমিন স্বভাবগত অপরাধী। বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ক্ষমতায় থাকাকালে কেউ তার মাধ্যমে সুযোগ নিয়ে থাকতে পারে। তবে তিনি নিজেই অপরামূলক কর্মকাঙ্কের সঙ্গে জড়িত। আল-আমিনকে গ্রেপ্তারের পর রামপুরা এলাকার মানুষ খুশি হয়েছেন বলেও জানান তিনি। এসআরবির আইন ও গণমাধ্যম শাখার পরিচালক উইং কমান্ডার এম জেড এম ইক্থাবা চৌধুরী সংবাদ সম্মেলনে জানান, গত ১ অক্টোবর দুপুর সাড়ে ১টার দিকে রামপুরা থানার টিভি রোড এলাকায় অভিযান চালিয়ে পিচ্চি আল-আমিন, তার দুই সহযোগী কামাল উদ্দিন ও খাইরুল ইসলামকে গ্রেফতার করা হয়। তাদের কাছ থেকে একটি বিদেশি রিভলবার ও পাঁচ রাউন্ড গুলি উদ্ধার করা হয়। তিনি বলেন, গ্রেফতার আল-আমিনের দেওয়া তথ্যের ভিত্তিতে ওই দিন সন্ধ্যা ছয়টার দিকে রামপুরার কুঞ্জন এলাকায় অভিযান চালিয়ে তার আরও দুই সহযোগী মো. সোহাগ হাওলাদার ওরফে মামুন এবং মো. রিফাত ইসলামকে গ্রেফতার করা হয়। তাদের কাছ থেকে লোহার তৈরি দুটি দেশীয় ছুরি উদ্ধার করা হয়। ইক্থাবা চৌধুরী আরও বলেন, আল-আমিনকে জিজ্ঞাসাবাদ ও গোয়েন্দা তথ্যের ভিত্তিতে জানা যায়, তাঁর ঘনিষ্ঠ সহযোগী মো. কাওছার খানের কাছে আরও একটি আয়োজ্য রয়েছে। পরে তথ্যপ্রযুক্তির সহায়তায় কাওছারের অবস্থান শনাক্ত করে ৩ অক্টোবর সন্ধ্যা সাড়ে সাতটার দিকে রামপুরার কুঞ্জন এলাকায় অভিযান চালিয়ে তাকে গ্রেফতার করা হয়। পরে কাওছারের দেওয়া তথ্যের ভিত্তিতে ওই রাত সাড়ে আটটার দিকে খিলগাঁও থানার ভুঁইয়াপাড়া একটি টিনশেড ঘরে অভিযান চালানো হয়। সেখান থেকে একটি বিদেশি রিভলবার, একটি বিদেশি পিস্তল, একটি



উন্নয়ন সংগঠক ও পরিবেশকর্মী রফিকুল আলমের প্রতিকৃতিতে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা নিবেদন করছেন নাগরিক শোকসভা বাস্তবায়ন কমিটির নেতৃবৃন্দ-

-কীর্তনখোলা

ম্যাগাজিন ও নদ রাউন্ড গুলি উদ্ধার করা হয় বলে জানান এই কর্মকর্তা। এসআরবির এই কর্মকর্তা বলেন, গ্রেফতারি আল-আমিন সন্ত্রাসী ইয়াহিন খান পালাশ ওরফে কাইল্লা পালাশ হত্যা মামলার এজাহারভুক্ত আসামি। তার বিরুদ্ধে রাজধানীর খিলগাঁও, রামপুরা, হাতিরবিল ও গুলশান থানায় বিধে্যরদ্রব্য আইন, হত্যা ও অস্ত্র আইনে করা মামলাসহ মোট ২৭টি মামলা রয়েছে।

বাউফলে মায়ের বুকের দুধের

প্রায় চার বছর আগে একই ইউনিয়নের পশ্চিম ইন্দ্রকুল গ্রামের আলমগীর হাওলাদারের ছেলে শিহাবের (২৬) সঙ্গে ইসলামী শরিয়ত ও কাবিনমূলে তাঁর বিয়ে হয়। তাঁদের সংসারে আ্যান নামের একটি ছেলে সন্তান জন্ম নেয়। শিশুটির বয়স এখনো এক বছর পূর্ণ হয়নি। সাবিহার অভিযোগ, বিয়ের পর থেকে বিভিন্ন সময় যৌতুকের জন্য তাঁকে চাপ দেওয়া হতো। সম্প্রতি স্বামীর পরিবারের আর্থিক সংকটের কথা বলে বাবার বাড়ি থেকে টাকা এনে দেওয়ার জন্য তাঁকে চাপ দেওয়া হয়। টাকা দিতে অস্বীকৃতি জানালে তাঁর ওপর শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন করা হয়। পরে তাঁর শিশুসন্তান আয়ানকে রেখে তাঁকে বাসা থেকে বের করে দেওয়া হয়। এ সময় তাঁকে প্রাণনাশের হুমকিও দেওয়া হয় বলে অভিযোগ করেন তিনি। পরে স্থানীয়দের সহায়তায় সাবিহাকে উদ্ধার করে তাঁর বাবা সুলতান হাওলাদার হাসপাতালে নিয়ে প্রাথমিক চিকিৎসা করান। এরপর থেকে তিনি বাবার বাড়ি বাউফলের সূর্মনি ইউনিয়নে অবস্থান করছেন। সংবাদ সম্মেলনে সাবিহা বলেন, ‘আমার সন্তান এখনো বুকের দুধ খায়। প্রায় ১৫ দিন ধরে আমি আমার সন্তানকে চোখে দেখতে পারছি না, এমনকি ফোনেও কথা বলতে পারছি না। আমি আমার সন্তানকে আমার কোলে ফিরে পেতে চাই।’ সাবিহার বাবা সুলতান হাওলাদার বলেন, ‘নাতিকে উদ্ধারের জন্য আমি শিহাবের চাচা আনিস হাওলাদার, শিহাবের বাবা আলমগীর হাওলাদার এবং সাবেক ইউপি চেয়ারম্যান আনোয়ার হোসেন বাচ্চর কাছে গিয়েছি। কিন্তু এখন পর্যন্ত আমার নাতিকে ফিরিয়ে দেওয়া হয়নি। শিহাবের পরিবারের পক্ষ থেকেও আমাদের সঙ্গে কেউ যোগাযোগ করেনি।’ তবে অভিযোগ অস্বীকার করে শিহাবের বাবা আলমগীর হাওলাদার বলেন, ‘আমরা বাচ্চাকে দিতে চেয়েছি। কিন্তু সাবিহা বাচ্চা নয়নি।’ শিহাবের চাচা আনিস হাওলাদার বলেন, সাবিহার ‘চারিভ ভালো নব’ এবং স্থানীয় এক ছেলের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক রয়েছে—এমন অভিযোগের কারণে তিনি সন্তান রেখে চলে গেছেন বলে দাবি করেন। এ বিষয়ে সূর্মনি ইউনিয়ন পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান আনোয়ার হোসেন বাচ্চ বলেন, ‘বিষয়টি মীমাংসার চেষ্টা করছি। কিন্তু উভয় পক্ষ আমার কথার মূল্য দেয়নি।’ অভিযুক্ত স্বামী শিহাবের সঙ্গে মুঠোফোনে একাধিকবার যোগাযোগের চেষ্টা করা হলেও তিনি ফোন ধরেননি। বাউফল থানার পুলিশ জানিয়েছে, লিখিত অভিযোগ পাওয়ার পর বিষয়টি খতিয়ে দেখা হচ্ছে। অদন্ত শেষে অভিযোগের সত্যতা অনুযায়ী আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

লটারির মাধ্যমে সাব-রেজিস্ট্রার বদলি কাল

কীর্তনখোলা ডেস্ক

বদলি প্রক্রিয়ায় সচ্ছতা নিশ্চিতে আগামী মঙ্গলবার (৬ অক্টোবর) ঢাকা জেলার সাব-রেজিস্ট্রি অফিসগুলোতে লটারির মাধ্যমে সাব-রেজিস্ট্রার বদলি করা হবে। আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী মো. আসাদুজ্জামানের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ওইদিন সকাল ১০টায় আইন মন্ত্রণালয়ের সন্মেলন কর্কে এ লটারি অনুষ্ঠিত হবে। রোববার (৪ অক্টোবর) আইন মন্ত্রণালয়ের এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়। এতে বলা হয়, ঢাকা জেলার সাব-রেজিস্ট্রি অফিসগুলোর জন্য নির্ধারিত পদগুলোতে দেশের বিভিন্ন জেলার সাব-রেজিস্ট্রি অফিসে কর্মরত সাব-রেজিস্ট্রারদের মধ্যে থেকে লটারির মাধ্যমে বদলি করা হবে। লটারি কার্যক্রমে আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী মো. আসাদুজ্জামান উপস্থিত থাকবেন। জনসাধারণের সম্পত্তি নিবন্ধন-সংক্রান্ত সেবা আরও সহজ, সুশৃঙ্খল ও হর্যায়মুক্ত করার লক্ষ্যে সাব-রেজিস্ট্রি অফিসগুলোর কার্যক্রমে প্রয়োজনীয় প্রশাসনিক সংস্কার ও শৃঙ্খলা নিশ্চিত করতে লটারির মাধ্যমে বদলি কার্যক্রম ঢাকা করা হচ্ছে বলে জানিয়েছে আইন মন্ত্রণালয়।

মক্কা-মদিনাকে সব ধরনের যুদ্ধ-বিগ্রহের উর্ধ্বে রাখতে হবে: ইসলামী আন্দোলন

কীর্তনখোলা ডেস্ক

মুসলিমদের পবিত্র শহর মক্কা ও মদিনাকে সব ধরনের রাজনৈতিক সংঘাত, হানাহানি ও যুদ্ধ-বিগ্রহের উর্ধ্বে রাখার আহ্বান জানিয়েছে ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ। দলের মহাসচিব মাওলানা গাজী আতাউর রহমান বলেন, ‘পবিত্র মদিনা শরিফের একটি বিদ্যুৎকেন্দ্রে ড্রোন হামলার পরে অভিযোগ উঠেছে, তাতে মুসলিম উম্মাহর মতো আমরাও উল্লিখ হয়েছি এবং হারামাইনকে রাজনৈতিক সংঘাতের লক্ষ্যবস্তু বানানোর তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানাছি। ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ মনে করে, মক্কা ও মদিনাকে সব ধরনের রাজনৈতিক সংঘাত, হানাহানি ও যুদ্ধ-বিগ্রহের উর্ধ্বে রাখতে হবে।’ রোববার (৪ অক্টোবর) এক বিবৃতিতে তিনি এসব কথা বলেন। ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের কেন্দ্রীয় মিডিয়া সেলের প্রধান সমন্বয়ক মো এম শরীয়াতুল্লাহ এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানান। মাওলানা গাজী আতাউর রহমান বলেন, ‘যাদের বিরুদ্ধে হামলার অভিযোগ উঠেছে তারা হামলার কথা অস্বীকার করছে। আমাদের পক্ষে সত্যতা যাচাই করার সুযোগ কম। আমরা কেবল এই নিশ্চয়তা চাই যে, হারামাইনকে কেউ রাজনৈতিক স্বার্থ হাসিলে ব্যবহার করছে না।’

বর্শালা

বরিশালে ৬৩৭টি পূজামণ্ডপ দুর্গাপূজা

বমানবমী এবং ২১ অক্টোবর বিজয়া দশমী অনুষ্ঠিত হবে। বরিশাল নগরীর ফলপটি কলিমাতা ঠাকুরনীর মন্দির ও সদর রোডস্থ শ্রী শ্রী জগন্নাথ মন্দির ঘুরে দেখা গেছে, প্রতিমা তৈরিতে ব্যস্ত সময় পার করছেন কারিগররা। অধিকাংশ প্রতিমার কাঠামো ও মাটির কাজ প্রায় শেষ। এখন চলছে শেষ মুহূর্তের প্রস্তুতি: বাকি রয়েছে রং-তুলির কাজ। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রতিমা প্রস্তুত করতে দিন-রাত পরিশ্রম করছেন শিল্পীরা। নগরীর বিভিন্ন পূজামণ্ডপে কোথাও প্রতিমায় শেষ মুহূর্তের কাজ, কোথাও চলছে মণ্ডপের সৌন্দর্যবর্ধন। আবার কোথাও নির্মাণ করা হচ্ছে দৃষ্টিনন্দন তোরণ ও আলোকসজ্জা। প্রতিটি মণ্ডপকে আকর্ষণীয় করে তুলতে আয়োজকদের মধ্যেও চলছে নানা প্রস্তুতি। প্রতিমা শিল্পী রনজৎ পাল জানান, রংসহ প্রতিমা তৈরির বিভিন্ন উপকরণের দাম বেড়েছে। এতে আগের তুলনায় প্রতিমা নির্মাণ ও সাজসজ্জায় ব্যয়ও বেড়েছে। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে কাজ শেষ করতে বাড়তি শ্রম দিতে হচ্ছে তাদের। এদিকে দুর্গাপূজাকে কেন্দ্র করে নিরাপত্তা ব্যবস্থাও জোরদার করা হচ্ছে। বিভিন্ন পূজামণ্ডপে সিসি ক্যামেরা স্থাপন করা হয়েছে। আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখতে প্রশাসনের পক্ষ থেকে নেওয়া হচ্ছে নানা প্রস্তুতি। মণ্ডপগুলোতে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর টহল ও নজরদারি বাড়ানোর উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। বরিশাল মহানগর পূজা উদযাপন পরিষদের সাধারণ সম্পাদক গোপাল চন্দ্র সাহা বলেন, মহানগরীতে ৪৭টি পূজামণ্ডপে শারদীয় দুর্গোৎসবের আয়োজন করা হয়েছে। গত বছরের তুলনায় এবার একটি মণ্ডপ বেড়েছে। ইতোমধ্যে অধিকাংশ প্রস্তুতি সম্পন্ন হয়েছে। নগরীর কোনো পূজামণ্ডপ থেকে এখন পর্যন্ত কোনো অভিযোগ পাওয়া যায়নি এবং কোনো অপ্রীতিকর ঘটনাও ঘটেনি। বরিশাল জেলা পূজা উদযাপন পরিষদের সভাপতি মানিক মুখার্জী বলেন, প্রশাসনের সার্বিক সহযোগিতায় প্রতিমা নির্মাণ, রং ও সাজসজ্জার কাজ দ্রুত এগিয়ে চলছে। নির্ধারিত সময়ের মধ্যেই সব মণ্ডপের প্রস্তুতি সম্পন্ন হবে। পূজাকে ঘিরে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর টহল ও নজরদারিও জোরদার করা হয়েছে। দুর্গাপূজাকে ঘিরে বরিশালের হিন্দু সম্প্রদায়ের মধ্যে ইতোমধ্যে উসবের আমেজ ছড়িয়ে পড়ছে। প্রতিমা তৈরির শেষ মুহূর্তের ব্যবস্থা তা, মণ্ডপের সাজসজ্জা ও আলোকসজ্জার প্রস্তুতিতে নগরী ও জেলার বিভিন্ন এলাকায় সৃষ্টি হয়েছে উৎসবমুখর পরিবেশ। র

যাত্রীদের জন্মি করে পর্যটন কেন্দ্র

বাসিন্দা ও ভুক্তভোগী পর্যটকদের অভিযোগ, চর কচ্ছপিয়া থেকে চর কুকরী-মুকরী রুটে চলাচলকারী ট্রলার ও স্পিডবোটগুলোতে নির্ধারিত টাকার চেয়ে দ্বিগুণ, ত্রৈগুণ ফেরত নিয়েছে তিনগুণ ভাড়া আদায় করা হচ্ছে। ঘাটে কোনো ভাড়ার তালিকা (রেট চার্ট) নেই টাঙানো। ফলে চালক ও যাত্রী ইজারাদারের নিয়োজিত ব্যক্তিরা যাত্রীদের বাধ্য করে অতিরিক্ত টাকা হাতিয়ে নিচ্ছে। চর কুকরী-মুকরী থেকে উপজেলার যাতায়াতের একমাত্র মাধ্যম হচ্ছে ট্রলার ও লঞ্চ খোয়া। দ্রুতভ্রুতদে ট্রলারে সময় প্রায় ৪৫ থেকে ৫০ মিনিট। আর জ্বালানি লাগে আর্থমানিক ৪ থেকে ৫ লিটার। বিগত সরকারের আমলে এই পথের খোয়া ভাড়া ছিল ৪০ থেকে ৭০ টাকার মধ্যে। ২৪-এর জ্বলাই রাজনৈতিক পট পরিবর্তনের পরকে কয়েক মাস ভাড়া ৭০ টাকা বহাল ছিল। পরবর্তীতে জ্বালানি ভরনের সংকট দেখিয়ে খোয়া ভাড়া একলাফে ৮০-৯০ টাকা করা হয়। কিন্তু বাজারে তেলের সরবরাহ ও সেকট দূর হলেও সেই বর্ধিত ভাড়ু আর কমানো হয়নি। সম্প্রতি তা ১০০টাকা বৃদ্ধি করা হয়েছে। ফলে সাধারণ মেহনতি মানুষ, শিক্ষার্থী ও রোগীদের যাতায়াত এখন চরম ব্যয়বহুল হয়ে পড়েছে। যাত্রী ভাড়ার পাশাপাশি ঘাট ভাড়ার নামে চলছে সরারির পকেট কাটার মহোৎসব। স্থানীয়দের অভিযোগ, ট্রলার ভাড়ার বাইরেও ঘাটে নামা ও ওঠার জন্য অতিরিক্ত খাজনা বা চাঁদা দিতে হচ্ছে। দ্বিগুণ ও অর্বেধ খাজনা দিতে কেউ অস্বীকৃতি জানালে বা প্রতিবাদ করলে ঘাটের ইজারাদার ও সিভিকিটের লোকজনদের হাতে সাধারণ মানুষকে লাঞ্চিত হতে হয় নিয়মিত। এমনকি প্রত্যাদিকারী যাত্রীদের আটকে রাখার মতো ঘটনাও ঘটেছে। সন্ধানর পর বা নৈরী অব্যহওয়ার সুযোগ নিয়ে এই সিভিকিটের দস্যবরা ভাড়ার পরিমাণ আরও বাড়িয়ে দেয় বলে ভুক্তভোগীরা জানান। কুকরী-মুকরী ও কচ্ছপিয়ার সাধারণ মানুষ দীর্ঘ দিন ধরে এই প্রকাশ্য চাঁদাবাজি ও অনিয়মের বিরুদ্ধে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম থেকে শুরু করে বিভিন্ন স্তরে প্রতিবাদ জানিয়েছে। তাও দৃশ্যমান কোনো প্রতিকার নেই। যার কারণে ছমকির মুখে পর্যটন শিল্প। দক্ষিণাঞ্চলের অন্যতম দৃষ্টিনন্দন এবং প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে ভরপুর তাকুয়া সৈকত ,চর কুকরী-মুকরীতে প্রতি বছর হাজার হাজার পর্যটক আসেন। কিন্তু চর কচ্ছপিয়া ঘাটে পা রাখতেই পর্যটকদের যে ধরণের হযরানি ও অতিরিক্ত ভাড়ার মুখোমুখি হতে হয়, তাতে পর্যটকদের মধ্যে নেতিবাচক বার্তা যাচ্ছে। অনেক পর্যটকই ঘাট এলাকার এই অবস্থাস্থাপনা ও সিভিকিটের দৌরাত্ম্যের কারণে ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন, এভাবে চলতে থাকলে মানুষ কুকরী-মুকরীতে আসা বন্ধ করে দেবে। যার ফলে স্থানীয় পর্যটন শিল্প ও অর্থনীতি ধ্বসের আশঙ্কা দেখা দিচ্ছে। প্রকৃতির মিনি সুন্দরবন খ্যাত এই দ্বীপের পর্যটন সম্ভাবনা দিন দিন মুখ খুবড়ে পড়ছে এই পরিবহন নৈরাজ্যের কারণে। সাধারণ মানুষ ও সচেতন মহলের দাবি, বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনের মূল চেষ্টনা ধরে রাখতে হলে অবিলম্বে এই উপকূলীয় অঞ্চলের ঘাটভিত্তিক সিভিকেট ভেঙে দিতে হবে। তা না হলে বিচ্ছিন্ন এই দ্বীপের বাসিন্দাদের দুর্ভোগ ও ক্ষোভ আরও তীব্র আকার ধারণ করবে। এলাকাবাসী ও পর্যটকদের দাবি, অবিলম্বে চর কচ্ছপিয়া খোয়াঘাট ও স্পিডবোট ঘাটে সরকারিভাবে নির্ধারিত ভাড়ার তালিকা দৃশ্যমান স্থানে টাঙাতে হবে। সাধারণ মানুষের অধিকার ফিরিয়ে দিতে এবং পর্যটন শিল্পকে বাঁচাতে স্থানীয় সিনিয়র নেতৃত্বদ্বয় ও উপজেলা প্রশাসনের দ্রুত কঠোর হস্তক্ষেপ কামনা করছে।

বরিশালে নিতাপণ্যের দোকানে

জানান, ভোক্তাদের স্বার্থ রক্ষা ও বাজারে ন্যায্যতা নিশ্চিত করতে ও ধরনের তদারিক কার্যক্রম অব্যাহত থাকবে। জনস্বার্থে নিয়মিত অভিযান পরিচালনার পাশাপাশি ব্যবসায়ীদের আইনে মেনে পব্য বিক্রি করার আহ্বান জানান তারা।

দেশের অবশিষ্ট গ্যাসের

অর্থাৎ দেশের অবশিষ্ট উত্তোলনযোগ্য গ্যাসের প্রায় ১৯ শতাংশই রয়েছে ভোলায়। বাপেঙ্গের তথ্য অনুযায়ী, ভোলার নয়টি কূপ থেকে দৈনিক প্রায় ১৮২ মিলিয়ন ঘনফুট গ্যাস ব্যবহারের সুযোগ রয়েছে। বর্তমানে ব্যবহার করা হচ্ছে প্রায় ৭৫ মিলিয়ন ঘনফুট। অবকাঠামোগত সীমাবদ্ধতার কারণে আরও প্রায় ৪৭ মিলিয়ন ঘনফুট গ্যাস অব্যবহৃত রয়েছে। পেট্রোবাংলার চেয়ারম্যান মো. আব্দুল মল্লান বলেন, ভোলার গ্যাস কাজে লাগাতে উৎপাদন বৃদ্ধির পাশাপাশি সম্ভাবনন অবকাঠামোকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিতে হবে। মজুত থাকা গ্যাস দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে পৌঁছানোর ব্যবস্থা না থাকলে এর কাজিত্ব অর্থনৈতিক সুফল পাওয়া যাবে না। দেশের বর্তমান গ্যাস পরিস্থিতিও ভোলার সম্ভাবনাকে আরও গুরুত্বপূর্ণ করে তুলেছে। গত ১৫ সেপ্টেম্বর জাতীয় খ্রিডে দৈনিক ২ হাজার ৬৬৩ মিলিয়ন ঘনফুট গ্যাস সরবরাহ করা হয়। এর মধ্যে দেশীয় উৎস থেকে আসে প্রায় ১ হাজার ৬২০ মিলিয়ন ঘনফুট এবং আমদানিকৃত এলএলজি থেকে প্রায় ৯৯০ মিলিয়ন ঘনফুট। এলএলজি আমদানির সঙ্গে বৈদেশিক মুদ্রা ব্যয় ও আন্তর্জাতিক বাজারের দামের ওঠানামার ঝুঁকি রয়েছে। ফলে দেশীয় উৎসের গ্যাস বাড়ানো এবং অব্যবহৃত গ্যাসকে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে যুক্ত করা দীর্ঘমেয়াদি জ্বালান নিরাপত্তার জন্য গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। ভোলার গ্যাস জাতীয় খ্রিডে যুক্ত করার উদ্যোগও এগাচ্ছে। গ্যাস ট্রান্সমিশন কোম্পানি লিমিটেডের (জিটিসিএল) তথ্য অনুযায়ী, ভোলা-বরিশাল গ্যাস

সম্ভাবনন পাইপলাইন নির্মাণের সম্ভাব্যতা সমীক্ষা শেষ হয়েছে এবং প্রকল্পের ভিপিপি প্রণয়নের প্রক্রিয়া চলছে। ভোলা-বরিশাল-খুলনা রুটে পাইপলাইন নির্মাণের পরিকল্পনাও রয়েছে। এই অবকাঠামোে বাস্তবায়িত হলে ভোলার গ্যাস দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের জাতীয় খ্রিডে যুক্ত করার সুযোগ তৈরি হবে। এতে খুলনা ও অশপাশের শিল্পাঞ্চল, বিদ্যুৎকেন্দ্রসহ বিভিন্ন গ্যাসনির্ভর প্রতিষ্ঠানে সরবরাহ বাড়ানো সম্ভব হতে পারে। পাশাপাশি এলএলজি আমদানির ওপর নির্ভরতাও কিছুটা কমানো যেতে পারে। শুধু জাতীয় খ্রিডে সরবরাহ নয়, স্থানীয়ভাবেও ভোলার গ্যাস ব্যবহারের সম্ভাবনা রয়েছে। নির্ভরযোগ্য গ্যাস সরবরাহ নিশ্চিত করা গেলে সেখানে সার কারখানা, বিদ্যুৎকেন্দ্র, গ্যাসভিত্তিক শিল্প, শিল্পপার্ক ও অর্থনৈতিক অঞ্চল গড়ে ওঠার সুযোগ তৈরি হতে পারে। এর সঙ্গে সড়ক, নদীবন্দর, বিদ্যুৎ, পানি ও দক্ষ জনশক্তির অবকাঠামোে উন্নয়ন করা গেলে শিল্পায়নের গতি বাড়তে পারে। ভোলায় উৎপাদন বাড়ানোর উদ্যোগও নেওয়া হয়েছে। বাপেঙ্গের তথ্য অনুযায়ী, ভোলা নর্থ-১, ভোলা নর্থ-২ ও ইলিশ-১ কূপ থেকে অতিরিক্ত ৬০ মিলিয়ন ঘনফুট গ্যাস উৎপাদনের জন্য প্রেসেস প্র্যাট স্থাপনের কাজ চলছে। চলতি বছরের ডিসেম্বরের মধ্যে কাজ শেষ হওয়ার কথা। পাশাপাশি আরও পাঁচটি নতুন গ্যাসকূপ খননের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। বাপেঙ্গ ও রাশিয়ার গ্যাসপ্রেসের অনুসন্ধানে ভোলার বিভিন্ন এলাকায় আরও গ্যাস পাওয়ার সম্ভাবনার কথাও উঠে এসেছে। বিশেষ করে চরফাংশনহা দক্ষিণাঞ্চলে নতুন অনুসন্ধানের মাধ্যমে গ্যাসসম্পদের পরিমাণ বাবার সম্ভাবনা রয়েছে। ভোলার গ্যাসের সঙ্গে বিদ্যুৎ উৎপাদনের বিষয়টিও গুরুত্বপূর্ণ। স্থানীয়ভাবে গ্যাস ব্যবহার করে বিদ্যুৎ উৎপাদন করা গেলে দক্ষিণাঞ্চলের বিদ্যুৎ সরবরাহ ব্যবস্থা আরও শক্তিশালী করা সম্ভব হতে পারে। বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদসহী ইকবাল হাসান মাহমুদ বলেন, বিদ্যুৎ ও জ্বালানি সংকট মোকাবিলায় সরকার দেশীয় গ্যাস অনুসন্ধান, ভোলার গ্যাস ব্যবহার, মালয়েশিয়া থেকে গ্যাস আমদানি এবং সৌরবিদ্যুৎ উৎপাদন বাড়ানোর ওপর গুরুত্ব দিচ্ছে।

৭ শর্ত পূরণ না হওয়া পর্যন্ত

ইরানের রাষ্ট্রীয় গণমাধ্যম আইআরআইবিতে প্রকাশিত বক্তব্যে গালিবাব বলেন, ‘ইসলামি প্রজাতন্ত্র ইরানের অবস্থান পুরোপুরি স্পষ্ট ও দৃঢ়। ইসলামাবাদ সমঝোতা স্মারকের ভিত্তিতে নির্ধারিত আমদানের সাতটি শর্ত পূরণ না হওয়া পর্যন্ত হরমজু প্রণালি খোলা হবে না।’ জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের অধিবেশনের সময় ইরান একটি প্রস্তাব দিয়েছিল। এতে বলা হয়, নির্ধারিত শর্তগুলো পূরণ হলে সাত দিনের মধ্যে হরমজু প্রণালি খুলে দিয়ে স্বাভাবিক নৌ চলাচল পরামর্শে চালু করা সম্ভব। গত সপ্তাহে কাতারের মধ্যস্থতাকারীদের মাধ্যমে ওই প্রস্তাবের জবাব দেয় যুক্তরাষ্ট্র। ইরানের প্রধান আলোচক হিসেবে দায়িত্ব পালন করা গালিবাব বলেন, ওয়াশিংটনকে বুঝতে হবে, কূটনৈতিক প্রক্রিয়া দীর্ঘায়িত করা এবং একতরফা দাবি চাপিয়ে দেওয়ার সময় শেষ হয়ে গেছে। রোববার ইরানের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের কথায় ইরান ইসমাইল বাঘাইও যুক্তরাষ্ট্রের প্রস্তাব নিয়ে তেহরানের অবস্থান তুলে ধরেন। তিনি বলেন, মধ্যস্থতাকারীদের মাধ্যমে ওয়াশিংটনের প্রস্তাবের বিষয়ে ইরান তার মৌলিক অবস্থান স্পষ্ট করেছে। তবে যুক্তরাষ্ট্রকে আরও কিছু বিষয় জানানো বাকি রয়েছে। বাঘাই বলেন, পারমাণবিক ইস্যুসহ বেশির ভাগ বিষয়ে তাদেরকানদানের প্রস্তাব আরও অব্যবহাসে কাছাকাছি। আমরা তাদেরকানদানের বিষয়ে মার্কিন নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহারের প্রস্তাব দিয়েছে; এমন খবরও নাকি ককছেন বাঘাই। তিনি বলেন, ওয়াশিংটনের সঙ্গে পারমাণবিক ইস্যুতে কোনো আলোচনা শুরু করেনি তেহরান। আলোচনার বিষয়ে অবহিত এক কর্মকর্তা গত সপ্তাহে জানিয়েছিলেন, প্রচারিত নথিতে সাত দিনের আত্মব্ব্যবক এককটি প্রক্রিয়ার কথা রয়েছে। এর লক্ষ্য জ্বনে হওয়া সমঝোতা স্মারকের আরও বিস্তৃত সংকরনের দুই দৈশকে ফিরিয়ে আনা। এতে ইরানের পারমাণবিক কর্মস্টি নিয়ে কিছু নির্দিষ্ট পদক্ষেপও রয়েছে। তবে পরিকল্পনার বিষয়বস্তু নিয়ে নয়, কোন পদক্ষেপ আগে গুরুত্বপূর্ণ হবে এ নিয়েই মূল মতবিরোধ রয়েছে বলে জানান ওই কর্মকর্তা।

রোহিঙ্গাদের প্রত্যাবাসনই সংকটের

রোহিঙ্গা সংকট মোকাবিলায় বাংলাদেশের পাশে রয়েছে যুক্তরাজ্য। একই সঙ্গে সংকটের বিষয়ে আন্তর্জাতিক মনোযোগ ধরে রাখতে ও রোহিঙ্গাদের জন্য টেকসই সমাধান নিশ্চিত করতে কাজ করে যাচ্ছে দেশটি। রোববার রাজধানীতে প্যান প্যাসিফিক সোনারগাঁও হোটেলের সেতার রুম গভর্নরগ স্টাডিজ (সিভিজএস) আয়োজিত ‘বে অব বেস্পল ভলন্টারসেশন ২০২৬’-এ দ্বিতীয় দিনের সেশনে দেওয়া বক্তব্যে ব্রিটিশ হাইকমিশনার এসব কথা বলেন। সারাহ কুক বলেন, ১০ লাখের বেশি রোহিঙ্গাকে আশ্রয় দিয়ে বাংলাদেশে যে অসাধারণ উদারতা দেখিয়েছে, যুক্তরাজ্য তা স্বীকার করে। রোহিঙ্গা ও তাদের আশ্রয়দাতা জনগোষ্ঠীকে সহায়তা করার পাশাপাশি সংকটের প্রতি আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের মনোযোগ ধরে রাখতে যুক্তরাজ্য প্রত্নিস্থিবেদ্ধ। তিনি বলেন, রোহিঙ্গা সংকটের একমাত্র টেকসই সমাধান হলো-পরিস্থিতি স্থখন অনুমতি দেবে, তখন রোহিঙ্গাদের যেচ্ছায়, নিরাপদ ও মর্যাদাপূর্ণভাবে মিয়ানমারে ফিরে যাওয়া। রোহিঙ্গা সংকটে আন্তর্জাতিক পদক্ষেপ ও জবাবদিহির জন্য চাপ অব্যাহত রয়েছে। চলতি বছর জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের সংকটের প্রতি আন্তর্জাতিক মনোযোগ বজায় রাখার লক্ষ্যে যুক্তরাজ্য আলোচনায় সহ-আয়োজক হিসেবে ভূমিকা রেখেছে। সারাহ কুক বলেন, রোহিঙ্গা ও বাংলাদেশের আশ্রয়দাতা জনগোষ্ঠীকে সহায়তা দেওয়ার পাশাপাশি রাখাইন রাজ্যের ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠীর জন্যও মানবিক সহায়তা দিচ্ছে যুক্তরাজ্য। রোহিঙ্গা সংকটের সমাধান শুধু বাংলাদেশে থাকা শরণার্থীদের সহায়তার মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়; সংকটের মূল কারণ ও উৎস মিয়ানমারেই রয়েছে। বাংলাদেশ-যুক্তরাজ্য নিরাপত্তা সহযোগিতা প্রসঙ্গে ব্রিটিশ হাইকমিশনার বলেন, দুই দেশের মধ্যে আস্থা ও অভিন্ন বিশ্বস্তি দেয়। গত কয়েক দিবসে নিরাপত্তা অংশীদারত্ব গড়ে উঠেছে। বঙ্গোপসাগরে বাংলাদেশের দায়িত্বশীল ভূমিকার কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন, কোলিমতভাবে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠা এই অঞ্চলে মুক্ত ও উন্মুক্ত ইন্দো-প্যাসিফিক নিশ্চিত করা দুই দেশের অভিন্ন স্বার্থ। সারাহ কুক বলেন, বর্তমান নিরাপত্তা চ্যালেঞ্জ শুধু সামরিক শক্তির মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। অর্থনৈতিক নিরাপত্তা, সাইবার নিরাপত্তা ও জলবায়ুনির্ভর নিরাপত্তাঝুঁকির মতো বিষয়গুলো মোকাবিলায় ঐতিহ্যগত সীমারেখার বাইরে সমন্বিত উদ্যোগ প্রয়োজন। বাংলাদেশ-যুক্তরাজ্য সম্পর্ক নিয়ে তিনি বলেন, দীর্ঘদিন দুই দেশের অংশীদারত্ব মূলত উন্নয়ন সহযোগিতাকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠলেও বর্তমানে তা আধুনিক কৌশলগত অংশীদারত্বের পরিভূত হয়েছে। এই সম্পর্ক পারস্পরিক শান্তি, সম্মান ও অভিন্ন স্বার্থের ভিত্তিতে আগামী দিনে আরও শক্তিশালী করার বিষয়ে যুক্তরাজ্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

কাঁঠালিয়ায় গাঁজা ও নগদ

নিমন্ত্রণে আইনে মামলা দায়ের করা হয়েছে এবং মাদকের বিস্তার রোধে এ ধরনের অভিযান অব্যাহত থাকবে।

আদালতে সাক্ষ্য দেয়ায় বৃদ্ধকে

একপর্যায়ে তাকে বিবস্ত্রও করা হয় বলে অভিযোগ করেন তিনি। পরে স্বজনরা খবর পেয়ে তাকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যান। বর্তমানে আহত আনসার আলী নেছারাবাদ উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের চিকিৎসাধীন রয়েছেন। অভিযোগ সূত্রে জানা গেছে, কাটাখালী গ্রামের ওসমান গনির সঙ্গে জমি নিয়ে আবুল বাশারের বিরোধ চলছে। এ ঘটনায় করা মামলায় আনসার আলীকে সাক্ষী করেন ওসমান গনি। মামলাটি বর্তমানে শেষ পর্যায়ে রয়েছে। হাসপাতালে চিকিৎসাধীন আনসার আলী বলেন, ‘ওসমান গনি ও আবুল বাশারের মধ্যে জমি নিয়ে মামলা চলছে। ওই মামলায় সাক্ষী হওয়ার কারণেই কাটাখালী গ্রামের আওয়ামী লীগের সভাপতি আবুল বাশার ও তার মেয়ে জামাই আমাকে মেরেছেন।’ মামলার বাদী ওসমান গনি বলেন, ‘আমার ভাইয়ের কাছ থেকে আবুল বাশার গোপনে একটি জমির দলিল করে নেন। বিষয়টি জানতে পেরে আমি পিরোজপুর আদালতে টাকা দলিল করি। ওই মামলার সাক্ষী আনসার আলী। বাশার তাকে সাক্ষ্য না দিতে নিষেধ ও ভয়ভীতি দেখিয়েছিলেন। তিনি সাক্ষ্য দেওয়ার তাকে মারধর করা হয়েছে।’ ইউনিয়নের ১নং ওয়ার্ডের সাবেক ইউপি সদস্য মো. রফিকুল ইসলাম ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে জানান, ওসমান গনি ও আবুল বাশারের জমি সংক্রান্ত মামলার জেরেই আনসার আলীকে মারধর করা হয়েছে। জনসমক্ষে এ ধরনের মারধর করা ঠিক হয়নি। তবে মারধরের অভিযোগ অস্বীকার করে আবুল বাশার বলেন, ‘শুক্রবার বাজারে বসে থাকার সময় আনসার পেছন থেকে এসে আমাকে ধাক্কা দেন। এ নিয়ে আমাদের দুজনের মধ্যে একটু হাতাহাতি হয়েছে। ছোঁচাবাদ থানার ওপি মেহেন্দ্ী হানান বলেন, এ বিষয়ে একটি লিখিত অভিযোগ পেয়েছি। তদন্ত করে প্রয়োজনীয় আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

জাতীয় পর্যায় দাবায় অংশ

অর্জনেরপর বরিশাল জিলা স্কুলে বরিশাল বিভাগীয় প্রশাসনের উদ্যোগে চলতি মাসের ১৩২তারিখ বিভাগীয় পর্যায়(উপ-অঞ্চল)অংশ গ্রহন করে। এতে দাবায় বিভাগের পটুয়াখালী জেলার প্রতিযোগিকে হাড়িয়ে পিরোজপুর জেলার পক্ষে শ্রেষ্ঠতা অর্জন করে গাজী তাসিন ইন্তেসার। এবং শনিবার(৩অক্টোবর) এবং রবিবার (৪অক্টোবর) খুলনায় অঞ্চলের খুলনা বিভাগের সাথে বরিশাল বিভাগের পক্ষে প্রতিযোগিতায় অংশ নেন গাজী তাসিন ইন্তেসার। এতে গাজী তাসিন ইন্তেসারের দাবার চালে খুলনা বিভাগকে হাড়িয়ে বরিশাল বিভাগে চ্যাম্পিয়ন হয়। পরে বিকালে অনুষ্ঠানের সভাপতি মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক বরিশাল শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান প্রফেসর আবু তাহের মোহাম্মদ রাশেদুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক যোগাচ শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান প্রফেসর ফারুকআযম মু: আব্দুল ছালাম এর কাছ থেকে চ্যাম্পিয়ন পুরস্কার গ্রহন করে গাজী তাসিন ইন্তেসার। খুলনা অঞ্চল পর্যায় শ্রেষ্ঠত্বের পর এবার আগামী ৭/৮অক্টোবর জাতীয় পর্যায় অংশ গ্রহন করবে গাজী তাসিন ইন্তেসার।

জুয়ার আসর থেকে আলীগ

হাওলাদার, যিনি ‘হ’তাং রিপন’ নামে পরিচিত (৪৫), গ্রেফতার হন। এছাড়া, পুলিশের উপস্থিতি টারে পেয়ে কামদেবপুর গ্রামের মৃত মন্ডাভের ছেলে মো. নাহির উদ্দিন (৫০) সহ আরও ২-৩ জন অজ্ঞাতনামা ব্যক্তি ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে যায়। গ্রেফতার হওয়া রিপন হাওলাদার নলছিটি উপজেলার মালুহার গ্রামের মৃত আবু, লতিফ হাওলাদের পুত্র। তিনি দীর্ঘ সময় ধরে আওয়ামী লীগের রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন। অপরদিকে, পলাতক নারিকুদ্দিন সুবিদপুর ইউনিয়ন বিএনপির রাজনীতির সাথে সম্পৃক্ত বলে জানা গেছে। এ ঘটনায় নলছিটি থানায় ৪ অক্টোবর ২০২৬ তারিখে এফআইআর নং-২ এবং জিআর নং-২০০-এ জুয়া প্রতিরোধ আইন, ২০২৬-এর ১৫ ধারায় মামলা দায়ের করা হয়েছে। নলছিটি থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) তৌহিফজ্জামান সোহাগ বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। তিনি জানান, ‘জুয়া-মাদকসহ সব ধরনের অপরাধের বিরুদ্ধে পুলিশের অভিযান অব্যাহত রয়েছে।’ জুয়া আয়োজন বা অংশগ্রহণের তথ্য পেলে আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়া হবে। গ্রেফতার ব্যক্তির বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে এবং পলাতকদের শনাক্ত করে আইনের আওতায় আনার চেষ্টা চলছে।

ভাইয়ের বিরুদ্ধে সম্পত্তি দখলের

সম্মেলনে এসব অভিযোগ করেন আয়াশা আক্তার শিখিল। লিখিত বক্তব্যে আয়াশা বলেন, তাঁদের বাবা শহজাহান খান ২০২২ সালের ৪ নভেম্বর বরিশাল বিভাগীয় সমাবেশে যোগ দিতে যাওয়ার পথে পটুয়াখালীর বদরপুর এলাকায় হামলায় আহত হন। পরে ২৮ নভেম্বর ঢাকার একটি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তিনি মারা যান। মৃত্যুকালে তিনি স্ত্রী, দুই ছেলে ও এক মেয়ে রেখে যান। আয়াশার দাবি, বাবার মৃত্যুর পর তাঁর স্বামীর অস্থাবর সম্পত্তির উত্তরাধিকারী তিন ভাই-বোন। তবে বড় ভাই শিপলু খান ক্ষমতা ও প্রভাব খাটিয়ে সম্পত্তিগুলো এককভাবে ভোগদখল করছেন। নিজেদের ন্যায্য হিস্যা চাইতে গেলে তাঁদের ভয়ভীতি দেখানো ও শারীরিকভাবে লাঞ্চিত করা হয়েছে বলেও অভিযোগ করেন তিনি। আয়াশা বলেন, এ ঘটনায় তাঁর মা ২০২৪ সালের ৭ মে পটুয়াখালী সদর থানায় একটি অভিযোগ করেন। একই দিনে তিনি নিজেও একটি সাধারণ ডায়েরি (জিডি) করেন। পরে সম্পত্তিতে ন্যায্য অধিকার চেয়ে পটুয়াখালী পৌরসভায় আবেদন করা হয়। আয়াশা বলেন, পটুয়াখালীর আদালতপাড়া এলাকায় তাঁদের বাবার প্রায় ১০ কাঠা জমির ওপর একটি বাড়ি, সদর রোডে ছয়তলা একটি হোটেল এবং সবুজবাগ এলাকায় একটি বহুতল ভবন রয়েছে। ওই ভবনে ১৯টি ফ্ল্যাট রয়েছে বলে দাবি করেন তিনি। এসব সম্পত্তি থেকে আয় হলেও তাঁরা কোনো অংশ পাচ্ছেন না বলে অভিযোগ তাঁর। আয়াশা বলেন, তাঁর বাবার সবুজবাগে ১৭টি ফ্ল্যাট ও আদালতপাড়ায় বাড়ি থাকা সত্ত্বেও তিনি পটুয়াখালীতে ৪ হাজার টাকা ভাড়ার বাসায় থাকেন। বিভিন্ন এলজিও থেকে ঋণ নিয়ে তাঁকে জীবনযাপন করতে হচ্ছে বলেও জানান তিনি। তাঁর ছোট ভাই শাখিল খান বর্তমানে থাকার জায়গা না পেয়ে ঢাকায় শ্বশুরবাড়িতে অবস্থান করছেন বলেও জানান আয়াশা। সংবাদ সম্মেলনে আয়াশা আরও বলেন, তাঁদের বাবার ব্যবসায়িক ঋণের একটি অংশ এখনো পরিশোধ হয়নি। এ কারণে পূর্ববালী ব্যাংক পিএলসি, পটুয়াখালী শাখা ২০২৬ সালের ১২ জানুয়ারি একটি নিলাম বিক্রস্তি দেয়। পরে তিনকে ব্যাংক আবেদন করে নিলাম প্রক্রিয়া স্থগিত করেন বলে দাবি করেন। তাঁর অভিযোগ, সম্পত্তি নিলামে তুলে তা নিজেদের নামে নেওয়ার চেষ্টা করা হচ্ছে। শিপলু খানের বিরুদ্ধে মাদক ব্যবসা, দখল, চাঁদাবাজি ও রাজনৈতিক প্রভাব ব্যবহারেরও অভিযোগ করেন আয়াশা। তিনি বলেন, তাঁরা শহীদ শাজাহান খানের তিন সন্তান। অথচ বড় ভাই বাবার রাজনৈতিক ও সামাজিক পরিচয় ব্যবহার করে বিভিন্ন সুবিধা ভোগ করছেন। তাঁরা তাদের ন্যায্য পেতুক সম্পত্তি চান। বিষয়টি তদন্ত করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য সংশ্লিষ্ট আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী, প্রশাসন ও রাজনৈতিক দলের নেতাদের প্রতি আহ্বান জানান আয়াশা। সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে আয়াশা বলেন, আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে তাঁর ভাইয়ের সঙ্গে আওয়ামী লীগের নেতাদের সখ্য ছিল। রাজনৈতিক প্রভাব খাটিয়ে তাঁদের সব সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত করা হয়েছে। এখন বিভিন্নভাবে তাঁদের ভয়ভীতি দেখানো হচ্ছে বলেও অভিযোগ করেন তিনি। তিনি বলেন, চার বছর ধরে তাঁকে বাসায় টুকতে দেওয়া হচ্ছে না। সব সম্পত্তি তাঁর ভাই একাই ভোগদখল করছেন। তাঁরা এর সুচু বিচার চান।

ভোলায় তথ্যমন্ত্রীর ফ্রি মেডিকেল ক্যাম্পে

দরিদ্র ও নিম্ন আয়ের মানুষের জন্য চার ধাপে পরিচালিত ফ্রি মেডিকেল ক্যাম্প শেষ হয়েছে। আয়োজকদের দাবি, তথ্য ও সম্প্রচারমন্ত্রী এবং জেলা-১ আসনের সংসদ সদস্য ব্যারিস্টার আদালিব রহমান পার্থর নিজ উদ্যোগ ও অর্থায়নে পরিচালিত এ ক্যাম্প থেকে ২০ হাজারের বেশি মানুষ বিনামূল্যে চিকিৎসা ও ঔষধ পেয়েছেন। বাংলাদেশ জাতীয় পার্টির (বিজেপি) ভোলা জেলা শাখা ও মেডিকেল ক্যাম্প সংশ্লিষ্টরা জানায়, গত ১১ সেপ্টেম্বর ‘সবার জন্য, সুস্থ জীবন’ প্রতিপাদ্যে ভোলা সদর উপজেলার ১৩টি ইউনিয়নের অসহায়, দরিদ্র ও নিম্ন আয়ের মানুষের পাশে দাঁড়াতে এ ফ্রি মেডিকেল ক্যাম্প শুরু করেন তথ্যমন্ত্রী। ক্যাম্পে গাইনি, শিশু ও মেডিসিন বিভাগের রোগীদের চিকিৎসা দেওয়া হয়েছে। চতুর্থ ধাপের শেষ ক্যাম্পটি শনিবার (৩ অক্টোবর) সকাল থেকে বিকেল পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হয়। জানা গেছে, প্রথম ধাপে সদর উপজেলার রাজপুর, পূর্ব ইলিশা ও পশ্চিম ইলিশা ইউনিয়নে চিকিৎসাসেবা দেওয়া হয়েছিল। দ্বিতীয় ধাপে বাঙ্গা, কাটিয়া ও ধনিয়া ইউনিয়নে, তৃতীয় ধাপে আলীগার, দক্ষিণ দিঘলদী ও উত্তর দিঘলদী ইউনিয়নে এবং চতুর্থ ধাপে চরসামাইয়া, ভেদুরিয়া ও ভেলুমিয়া ইউনিয়নে ক্যাম্প পরিচালনা করা হয়েছে। চরসামাইয়া ইউনিয়ন পরিদহন মেডিকেল ক্যাম্পে চিকিৎসা নিতে এগাা চার সম্ভানের মা ইয়াহ্মুর মেসাম ও তার প্রতিবেশী লাইজু বলেন, আমাদের স্বামীর দিনমজুর। তারা একদিন কাজ না করলে সেদিন খেতেই কষ্ট হয়। দীর্ঘদিন ধরে নাশান রোগে ভুগছি, কিন্তু ভোলা-বরিশাল গিয়ে বড় ডাক্তারের (বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক) কাছ থেকে চিকিৎসা নিতে পারি না অর্থের অভাবে। মজু মিয়ার বড় ছেলে (তথ্যমন্ত্রী) আমাদের জন্য বাড়ির কাছে বড় ডাক্তার এবং ঔষধ পাঠিয়ে শুইয়া আসেন। এসে নারী ডাক্তারকে সব সমস্যার কথা বলছি, পরে তিনি ঔষধ লিখে দিচ্ছেন। পাশের কক্ষ থেকে বিনামূল্যে ঔষধও দিয়েছে। মেলা বড় উপকার হইছে, যদি এভাবে চলতো তাহলে আর কোনো চিন্তা থাকতো না। ভেদুরিয়া ইউনিয়নের ব্যাংকরহাট কো-অপারেটিভ স্কুল ক্যাম্পে চিকিৎসা নিতে আসা বৃদ্ধ রফিকউদ্দিন, সামসুল হক ও মোফাজ্জল বলেন, বয়সের কারণে নানা রোগেও ভুগছি। আর্থিক সামর্থ্য না থাকায় ভোলা শহরে গিয়ে ভিজিট দিয়ে বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের চিকিৎসা নিতে পারি না, ছেলেদের স্বল্প আয়ের সংসারে ঔষধও খেতে পারি না। কিন্তু বাড়ির পাশে তথ্যমন্ত্রী মেডিকেল ক্যাম্প পাঠিয়েছে। লাঠি ভাঙে দিয়ে ক্যাম্প এসে বিনামূল্যে চিকিৎসা ও ঔষধ পেয়েছি। এতে আমরা অনেক খুশি। ভোলা জেলা বিজেপির সাংগঠনিক সম্পাদক মো. নূরনবী বলেন, বিজেপির চেয়ারম্যান ব্যারিস্টার আদালিব রহমান পার্থ তার বাবা মরহুম নাজিরুর রহমান মজুুর মতোই। তার বাবা যেমন গ্রাম্যগঞ্জের মানুষ কী চায় সেটা বুঝলেন, সেদিন তা বোঝেন, ফ্রি মেডিকেল ক্যাম্প তার প্রমাণ। এর আগে প্রত্যন্ত অঞ্চলের মা-বোনরা অর্থকষ্টে কোনোদিনও বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকদের যথাযথ চিকিৎসা পাননি। তথ্যমন্ত্রীকে নিয়ে সচিব আমরা ভোলাবাসী গর্বিত। ভোলা জেলা বিজেপির সভাপতি আমিরুল ইসলাম রতন বলেন, তথ্য ও সম্প্রচারমন্ত্রী এবং জেলা-১ আসনের সংসদ সদস্য ব্যারিস্টার আদালিব রহমান পার্থর উদ্যোগে সদর উপজেলার ১৩টি ইউনিয়নে ৪ ধাপে ফ্রি মেডিকেল ক্যাম্প পরিচালনা করা হয়েছে। যা শনিবার শেষ হয়েছে। এতে আমাদের লক্ষ্যমাত্রা ছিল প্রায় ২০ হাজার মানুষকে চিকিৎসা ও ঔষধ সরবরাহ করা, তবে আমাদের লক্ষ্যমাত্রার চেয়েও বেশি মানুষ চিকিৎসা নিয়েছেন। নির্বাচনী প্রতিশ্রুতির বাইরে অতিরিক্ত হিসেবে আমাদের নেতা এ ক্যাম্প পরিচালনা করেছেন। তিনি আরও বলেন, যেহেতু বয়সের উপজেলার ১৩টি ইউনিয়নে তথ্য ও সম্প্রচারমন্ত্রীর ফ্রি মেডিকেল ক্যাম্প সম্পন্ন হয়েছে, তাই শিগিরায় পুনরায় প্রত্যেকটি ইউনিয়নে দ্বিতীয়বারের মতো শুরু করা হবে। বাংলাদেশে এরকম ফ্রি মেডিকেল ক্যাম্প পরিচালনার নজির আমরা দেখছি না, একমাত্র ভোলা সদর আসনেই হচ্ছে। তথ্য ও সম্প্রচারমন্ত্রী ব্যারিস্টার আদালিব রহমান পার্থ চাচ্ছেন তার নির্বাচনী এলাকার সকল মানুষকে বিনামূল্যে মেডিকেল ক্যাম্পে চিকিৎসার আওতায় আনতে, একটি ঘরও বাদ যাবে না।

স্কুল ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের যাতায়াতের

স্কুল ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে যাতায়াতের গুরুত্বপূর্ণ পথ হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। রাস্তার সোলিডয়ের ইট তুলে নেওয়ার শিক্ষার্থী, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে আগত মানুষসহ স্থানীয় বাসিন্দাদের চলাচলে ভোগান্তির আশঙ্কা দেখা দিয়েছে। এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট কার্যকন্দের কাছে বিষয়টি তদন্ত করে রাস্তার সীমানা ও মালিকানা যাচাই করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানিয়েছেন স্থানীয়রা।

আমতলীতে সংস্কট দেখিয়ে চড়া

কিন্তু আমতলীতে একটি সিভিকেট চক্র সংস্কট দেখিয়ে ওই গ্যাস সিলিভার দুই হাজার থেকে দুই হাজার দুই’শ টাকায় গ্যাস বিক্রি করছেন। এতে বেশ দুর্ভোগে পরছে ক্রেতারা। ক্রেতাদের অভিযোগ উপজেলা প্রশাসন গ্যাস ডিভিকেটকারীদের বিরুদ্ধে কার্যকর ব্যবস্থা না নেয়ার্য তারা তাদের ইচ্ছে মাম্ফিক অতিরিক্ত দামে বিক্রি করছেন। দ্রুত তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিয়ার দাবী ক্রেতাদের। ক্রেতা হুমায়ন কবির বলেন, গত তিন দিন আগে তালুকদার বাজার থেকে দুই হাজার এক’শ টাকায় ১২ কেজির এক সিলিভার গ্যাসের বোতল ক্রয় করছি। সরকারী নির্ধারিত মূল্যের চেয়ে বোতল প্রতি ৫’শ টাকা বেশী দিয়ে ক্রয় করতে হচ্ছে। খুচরা বিক্রেতা আমান উল্লাহ বলেন, ডিলার ইব্রাহিম ও বাচ্চু ভানপাড়াীতে করে গ্যাসের সিলিভার বিক্রি করছেন। এক হাজার ৮’শ টাকা করে ওমেরা, আইগ্যাস,বিএম, সেনা ও পেট্রোম্যাক্স গ্যাসের ডিলিভার ক্রয় করছি। ওই গ্যাস ৫০ টাকা বেশী দামে বিক্রি করছি। বেশী দামে কিনে বেশী দামে বিক্রি করছি। পেট্রোম্যাক্স গ্যাস কোম্পানীর গ্যাস ডিলার ইব্রাহিম বলেন, এক হাজার ৮’শ টাকা করে ১২ কেজির সিলিভার বিক্রি করছি। ওমেরা গ্যাস কোম্পানীর ডিলার মোঃ আতিকুর রহমান বাচ্চু বলেন, গ্যাসের তীব্র সংস্কট রয়েছে। মাত্র ছয়টি কোম্পানীর গ্যাসের সিলিভার বাজারে সরবরাহ আছে। ওই কোম্পানীগুলো সিলিভার প্রতি এক’শ ৩০ টাকা দাম বাড়িয়ে দিয়েছে। বসুন্ধরা গ্যাস কোম্পানীর ডিলার মোঃ মহিউদ্দিন বলেন, গত দুই মাস ধরে কোম্পানী গ্যাস সিলিভার দিচ্ছে না। তাই বিক্রি বন্ধ রয়েছে। সেনা কোম্পানীর গ্যাস ডিলার মোঃ রেজাউল বলেন, এলপিজি গ্যাস সিলিভারের বেশ সংস্কট রয়েছে। ২০০ বোতল গ্যাস সিলিভার মথলা থেকে আনতে ১৯ হাজার টাকায় ট্রাক ভাড়া করছি। কোম্পানীর মূল্য ও ভাড়া মিলিয়ে গ্যাস বিক্রি করতে হবে। আমতলী উপজেলা নির্বাহী অফিসার হাসান মোহাম্মদ হাফিজুর রহমান বলেন, সরকার নির্ধারিত মূল্যের চেয়ে বেশী দামে গ্যাস সিলিভার বিক্রির সুযোগ নেই। বেশী দামে গ্যাস বিক্রি করলে কঠোর ব্যবস্থা নেয়া হবে।

বরিশালে গ্রাম আদালত

অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট আইনি বিধান সম্পর্কে জ্ঞান থাকতে হবে। যেকোনো ঘটনা সম্পর্কে সঠিক তথ্য উপস্থাপন ও যথাযথ প্রক্রিয়ায় ব্যবস্থা নেওয়ার পাশাপাশি বিচার কাজ দ্রুত সমাধানের ক্ষেত্রে আন্তরিকতার সাথে কাজ করতে হবে। তিনি বলেন, গ্রাম আদালতের তথ্য ব্যবস্থাপনা সঠিকভাবে পরিচালনার পাশাপাশি আইন ও বিধি সম্পর্কে প্রয়োজনীয় জ্ঞান অর্জন করা গেলে সাধারণ মানুষকে আরও কার্যকর, দ্রুত ও ন্যায্যসংগত সেবা দেওয়া সম্ভব হবে।

